গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১৬ - ২২ ডিসেম্বর, ২০০৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ (বাঁদিক থেকে) কমরেডস্ অনিল সেন, তাপস দত্ত, প্রভাস ঘোষ, সনৎ দত্ত, শংকর সাহা, এ এল গুপ্তা এবং দিলীপ ভট্টাচার্য

মুখ বুঁজে আক্রমণ মেনে নেওয়া নয়, চাই প্রতিরোধ — রাজ্য সম্মেলনে

লড়াইয়ের অঙ্গীকার ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র

নতুন পরিস্থিতির নামে মুখ বুঁজে আক্রমণ সয়ে যাওয়াই কি আজ শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে শেষ কথা, নাকি অন্য পথ আছে, আছে প্রতিরোধ ও লড়াইয়ের পথ! কিন্তু একা একা শ্রমিক তা পারে না, সেজন্য দরকার সংগঠন। প্রয়োজন তেমন লড়াকু ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, যারা আত্মসমর্পণ না করে লড়াই চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। শ্রমিক জীবনের এই মূল প্রশ্নকে সামনে রেখেই ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র ১৯তম সম্মেলন হয়ে গেল ২ থেকে ৪ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগণার ব্যারাকপুরে।

বাস্তবে এই সম্মেলনের প্রস্তুতি শুরু হয় গত কয়েকমাস ধরেই। ফ্যাক্টরি স্তরে এবং বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক সম্মেলনগুলি করে করে তারই ধারাবাহিকতায় এই রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনকে সুদৃঢ় করার পথেই আন্দোলনকে শক্তিশালী করার আহ্বান নিয়ে এই সম্মেলন। যত দিন যাচ্ছে তত শ্রমিকশ্রেণীর ওপর মালিকশ্রেণীর আক্রমণ তীব্র হচ্ছে। কেন্দ্রে ও রাজ্যের দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস, বিজেপি এবং বামপন্থী নামধারী সিপিএম-ফ্রন্ট-এর জনবিরোধী শাসনের পরিণামে শ্রমিকদের বেঁচে থাকাই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। শোষণ-অত্যাচার-জুলুম ক্রমাগত বাড়ছে। বেকারী, দারিদ্র আকাশছোঁয়া। সাড়ে তিন লক্ষ শূন্যপদ বাতিল হয়েছে, আরও সাড়ে বারো লক্ষ কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়া চলছে। ব্যাঙ্ক, পোস্ট, রেল, পোর্ট এন্ড ডক, ইস্পাত, কয়লা, প্রতিরক্ষা উৎপাদন সর্বত্রই লক্ষ লক্ষ কর্মচারী কর্মচ্যুত হওয়ার দিন গুনছে। সামান্য নিয়োগ যা হচ্ছে সেখানেও চলছে মধ্যযুগীয় শোষণ। দৈনিক ১২ ঘণ্টা কাজ, বেতন কম, চাকরির স্থায়িত্ব নেই, পেনশন নেই। ৯০ শতাংশ শ্রমজীবী মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন, যাদের ন্যূনতম বেতনও দেওয়া হয় না। এর বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাতে লড়তে না পারে সেজন্য চলছে ধর্মঘটের অধিকার হরণের ষড়যন্ত্র। রাজ্য সরকারের মালিকতোষণ নীতির ফলে রাজ্য শ্রমদপ্তর থেকে শ্রমজীবীরা কোনও সুবিচারই পাচ্ছে না। জেলাগুলিতে সালিশি অফিসারের সংখ্যা ব্যাপকহারে কমানো হয়েছে, ট্রাইব্যুনালে বিচারক থাকছেন না। এর উপর রয়েছে সিটুর প্রতি মালিকদের মতোই শ্রমদপ্তরের পক্ষপাতিত্ব। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সর্বোচ্চ মুনাফা লুণ্ঠনের নীতি নির্মম শ্রমিক শোষণের জন্ম দিয়েছে এবং তা উত্তরোত্তর বাড়ছে। এই শোষণ-বঞ্চনা থেকে সৃষ্ট শ্রমিক বিক্ষোভ যাতে বুর্জোয়া ব্যবস্থাকেই চ্যালেঞ্জ না জানিয়ে বসে সেজন্য মালিকদের মদতপুষ্ট ট্রেড ইউনিয়নগুলি এতদিন পর্যন্ত বিক্ষোভ প্রশমণের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার আন্দোলন যতটুকু করত, এখন তাও ছেড়ে দিয়েছে। শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে আপোষকামী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক শক্তি হিসাবে তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি লড়াইয়ের স্লোগান জারি রাখলেও লড়াইয়ের পথ পরিত্যাগ করেছে। শুধু তাই নয়, বহুক্ষেত্রে এইসব দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী ট্রেডইউনিয়ন ম্যানেজমেন্টের অঙ্গে পরিণত হয়ে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালা চুক্তিতে স্বাক্ষর করছে এবং

চারের পাতায় দেখুন

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে উপস্থিত বিপুল শ্রমিক-কর্মচারীদের একাংশ

সাদ্দাম হোসেনের বিচারের কোন অধিকারই নেই আগ্রাসী আমেরিকার

ইরাকের রাজধানী বাগদাদের গ্রীন জোনে শুরু হয়েছে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিচারের শুনানি। প্রচারের ব্যাপক আয়োজনে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সাদ্দাম হোসেনের ছবি। এতদিন যারা বন্দী সাদ্দাম হোসেনের কোনও সংবাদ বিশ্বকে জানায়নি, তারাই এই শুনানির প্রচার দিতে এত আয়োজন করল কেন? শুনানি ইরাকের মাটিতে এবং বিচারকটি নামে ইরাকি নাগরিক হলেও সমগ্র বিচারপর্বটি মার্কিন শাসকদের পরিকল্পনা ও অঙ্গুলিহেলনেই ঘটছে। একটি স্বাধীন দেশের বিরুদ্ধে একতরফা যুদ্ধ ঘোষণা করে তাকে উপনিবেশে পরিণত করার মধ্যে যে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুতা রয়েছে, তাকে আড়াল করতেই মার্কিন শাসকরা যে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে, বিশ্বময় প্রচারের এত আয়োজনও সেজন্যই। এর সাথে ন্যায়বিচার ও সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই।

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছেন সাদ্দাম হোসেন। তাঁকে বন্দী অবস্থায় বিচার-নাটকের মধ্য দিয়ে খতম করে আমেরিকা চায় ইরাকের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনোবল ধ্বংস করতে। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রামে ফাটল ধরাতে। এই শুনানির মধ্য দিয়ে মার্কিন শাসকরা এটাই প্রতিপন্ন করতে চায়, তাদের হানাদারি ও দখল ন্যায্য ও ন্যায়সম্মত, যার থেকে বড় মিথ্যাচার আর কিছু হতে পারে না।

ইরাকের উপর মার্কিন হানাদারি চলছে গত ১৫ বছর ধরে। প্রথমে যুদ্ধ, তারপর যুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর অবরোধ, অর্থাৎ অনাহারে রাখার যুদ্ধ, তারপর আবার বোমাবর্ষণ, শহর-গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া, নির্বিচারে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা। এই ধারাবাহিক হিংস্র হানাদারির বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক শক্তিই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। আজ তারা কী করবে?

ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের সরকারের চরিত্র সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন যত মতামতই থাকুক, ইরাকে মার্কিন দস্যুতাকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরোধী সকল রাজনৈতিক শক্তিকেই দাঁড়াতে হবে। এই বিষয়ে নীরবতার অর্থ দাঁড়াবে — এই বিচার নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য তৈরি করা খড়ের বিচারালয়কেই স্বীকৃতি দেওয়া। ওটা খড়ের বলেই তাকে রাখতে হয়েছে বাগদাদে ঔপনিবেশিক শাসকদের খাস তালুক আপাদমস্তক সশস্ত্র পাহারায় মোড়া গ্রীন জোনের ভিতরে। নাহলে ইরাকি প্রতিরোধ সংগ্রামীদের বোমার আঘাতে ইতিমধ্যেই উড়ে যেত ঐ আদালত।

সাদ্দাম হোসেন বা তার সহযোগীদের বিচার করার কী অধিকার আছে আমেরিকার? বিচার দূরের কথা, একজনও মার্কিন সৈন্য মোতায়েন রাখার, অবরোধ জারি করার, বোমাবর্ষণ করার, ইরাকের মানুষকে অনাহারে রাখার সামান্যতম অধিকারও কি আমেরিকার আছে? ইরাকে অবরোধ জারি থেকে আগ্রাসন ও তারপর ঔপনিবেশিক শাসন চাপিয়ে দেওয়া, ইরাকের তেল ও প্রাকৃতিক সম্পদকে কব্জা করা — এর কোনটারই অধিকার মার্কিন শাসকদের নেই। একইভাবে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ভাগ্য নির্ধারণ করার এক্তিয়ারও জর্জ বুশদের নেই। বস্তুত, একটা চরম বেআইনি, অন্যায় ও অপরাধমূলক আগ্রাসনের মধ্য

পাঁচের পাতায় দেখুন

হাতির দৌরাত্ম্যে কৃষকরা অতিষ্ঠ
সরকার ও প্রশাসন নীরব দর্শক

দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমানের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বিগত কয়েক বছর ধরে বুনো হাতির মারাত্মক উপদ্রব দেখা দিয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও হাতির আক্রমণে মানুষ মারা যাচ্ছে। ৮০-৯০টি হাতির একটি দল মাঠের পর মাঠ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করছে, ঘরবাড়ি ধ্বংস করছে। কৃষকরা সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। হাতির উপদ্রব রোখবার জন্য উপযুক্ত হাতিয়ার এবং আইন চাষীদের হাতে নেই। 'বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন' অনুযায়ী বনের পশুদের হত্যা নিষিদ্ধ করেই সরকার খালাস। হাতি যত ক্ষতিই করুক, মানুষ মারুক — হাতির আক্রমণ থেকে মানুষ এবং ফসল রক্ষার ক্ষেত্রে সরকার উদাসীন। জীবনহানি ও ফসল নষ্টের জন্য চাষীরা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পর্যন্ত পাচ্ছেন না। প্রশাসন থেকে বলা হচ্ছে, হাতি আছে, থাকবে — করার কিছু নেই।

জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় প্রশাসনের এই চূড়ান্ত অবহেলা ও উদাসীনতার প্রতিবাদে বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া, সোনামুখী, বেলিয়াতোড়, জিঘাটি প্রভৃতি এলাকার কৃষকরা সংগঠিত হয়ে 'বাঁকুড়া জেলা কৃষক সুরক্ষা কমিটি' গঠন করেছেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী রাহুল সেনের নেতৃত্বে অসংখ্য চাষী সংগঠিত হয়ে সোনামুখীতে পথ অবরোধ করেন। পুলিশ-প্রশাসন উপস্থিত হয়ে সমাধানের আশ্বাস দিলেও কোন ফলই হয়নি। বাধ্য হয়েই চাষীরা ১৯ অক্টোবর বাঁকুড়া ডি এম অফিসের সামনে অনশনে বসেন। ২০-২২টি গ্রামের প্রায় পাঁচশো চাষী অনশনে যোগ দেন। বক্তব্য রাখেন কমিটির সভাপতি রাহুল সেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৫ জনের প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিতে যান। এস ইউ সি আই বাঁকুড়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড দিলীপ কুণ্ডু ধরনায় উপস্থিত ছিলেন। এ আই কে কে এম এস-এর পক্ষে কমরেড বিদ্যুৎ সীট অনশন-ধরনা কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন হরিদাস ব্যানার্জী, বিধায়ক কাশীনাথ মিশ্র প্রমুখ। ২০ তারিখেও অনশন চলতে থাকে। স্পঞ্জ আয়রন কারখানা দূষণ প্রতিরোধ কমিটি এবং এস ইউ সি আই বাঁকুড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে অনশনকারীদের দাবিগুলি মেনে নেওয়ার দাবি জানান হয়। ২১ অক্টোবর এ ডি এম দাবিগুলি গুরুত্বসহ বিবেচনা করে জেলা থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে নিয়ে সমাধানসূত্র বের করার প্রতিশ্রুতি দিলে অনশন প্রত্যাহার করা হয়।

উল্লেখ্য যে, এস ইউ সি আই বাঁকুড়া জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড জয়দেব পালের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল গত এপ্রিল মাসে জেলা-শাসকের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং স্মারকলিপি দিয়ে দাবি জানান ঃ (১) হাতির উপদ্রবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ফসলের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে, (২) হাতির স্বাভাবিক গতি রোধ করা চলবে না, (৩) দলমা থেকে ডুয়ার্সে তাদের আসা যাওয়া স্বাভাবিকভাবে করতে দিতে হবে, (৪) হাতি যে এলাকায় আছে, সেই এলাকাগুলি চিহ্নিত করে পর্যাপ্ত খাবার সহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। জেলাশাসক দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানালেও এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

এম এস এস-এর তৎপরতায়
হারানো মেয়েকে ফিরে পেলেন বাবা-মা

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর ঘাসিয়াড়ার বাসিন্দা অরবিন্দ সিকদারের কিশোরী কন্যা প্রতিমা সিকদারকে (১৪) গত ৪ এপ্রিল বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় পাশের গ্রাম চাঁদপুরের বাসিন্দা বাদল সরদারের মেয়ে অতৃষ্ণা (জরিনা)। তারপর থেকে প্রতিমাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রতিমার বাবা-মা বিভিন্ন জায়গায় মেয়ের খোঁজ করতে থাকেন। সরকারি দল সিপিএম, তার মহিলা সংগঠন, স্থানীয় কাউন্সিলর সকলের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রায় এক বছর ধরে। সন্তানহারা মা-বাবাকে সাহায্য করতে কেউই এগিয়ে আসেননি, থানায় ডায়েরি করতে গেলে স্থানীয় থানা ডায়েরি না নিয়ে প্রতিমার মা-বাবাকেই লকআপে ঢুকিয়ে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকে। অবশেষে তাঁরা মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের স্থানীয় কর্মীদের কাছে সমস্ত ঘটনা জানান।

সাথে সাথেই এম এস এস-এর পক্ষ থেকে থানার ওসি, এসপি, গোয়েন্দাবিভাগের ডিসি প্রমুখের উপর বারবার চাপ সৃষ্টি করা হয়। লাগাতার আন্দোলনের চাপে পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়। তার ফলেই গত ১২ ডিসেম্বর প্রতিমা সিকদারকে ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়। ২৪ জন মেয়ের একটি দলকে পাচার করার পথে বেনারসে উদ্ধার করা হয়, প্রতিমাও ছিল তাদের মধ্যে। পাচারকারীদের দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি এবং পাচাররোধে পুলিশ-প্রশাসনের উপযুক্ত তৎপরতার দাবি জানিয়েছেন এম এস এসের নেত্রীবৃন্দ।

সল্টলেক পশ্চিমবঙ্গের গুরগাঁও ঃ পুরুলিয়ায় নিন্দা

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সিপিএম সরকারের দমনমূলক ভূমিকার বিরুদ্ধে ধিক্কার উঠেছে সর্বত্র। গুরগাঁওয়ে কংগ্রেস সরকারের বর্বরোচিত লাঠিচার্জের নিন্দা, আর সল্টলেকে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনে লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণকে সঠিক বলে সিপিএম রাজ্য নেতৃত্বের যে দ্বিচারিতা, ধিক্কার উঠেছে তার বিরুদ্ধেও। ২০ নভেম্বর পুরুলিয়া শহরে অ্যাবেকা আয়োজিত নাগরিক কনভেনশনেও এই ধিক্কার ধ্বনিত হল। কনভেনশনে পুরুলিয়া পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান তারকেশ্বর চ্যাটার্জী বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গেলেই পুলিশ লাঠি-গুলি চালাচ্ছে''। মানবাধিকার ফোরামের পুরুলিয়া জেলা সভাপতি অধ্যাপক আবু সুফিয়ান বলেন, ''পশ্চিমবাংলায় বহু ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। পুরুলিয়ার বড়গড়িয়াতে বিডিও অফিস স্থানান্তরকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদী মানুষের উপরেও পুলিশ পাশবিক অত্যাচার করেছে।'' অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অ্যাবেকার রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য স্বপন নাগ, অ্যাবেকার পুরুলিয়া জেলা সভাপতি শিক্ষক বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, সম্পাদক গৌতম হাটি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী অশোক নাগ প্রমুখ।

পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

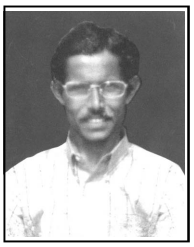

এস ইউ সি আই দলের জলপাইগুড়ি জেলার বিশিষ্ট কর্মী কমরেড আজিমুদ্দিন মহম্মদ গত ২৬ নভেম্বর রঙের কাজ করার সময় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। '৮০-র দশকে কমরেড আজিমুদ্দিন মহম্মদ এস ইউ সি আই-এর আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেকে দলের সাথে যুক্ত করেন। ধীরে ধীরে একজন আবেদনকারী সদস্যের স্তরে তিনি উন্নীত হন। রাজগঞ্জে তিনি একটি চা বাগানের শ্রমিক ছিলেন এবং সেখানে চা শ্রমিকদের স্বার্থে নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের (ইউ টি ইউ সি-এল এস অনুমোদিত) নেতৃত্বে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এই আন্দোলন দমন করতে মালিকপক্ষ সিপিএম দলের সহায়তায় এন বি টি পি ই ইউ'র ৪০ জন সদস্যকে বরখাস্ত করে, যার মধ্যে কমরেড আজিমুদ্দিনও ছিলেন। কিন্তু কমরেড আজিমুদ্দিনের সংগ্রামী মানসিকতাকে তা এতটুকু দুর্বল করতে পারেনি। পরবর্তীকালে আন্দোলনের চাপে মালিকপক্ষ যখন কিছুটা নতি স্বীকার করে ১৬ জন শ্রমিককে পুনরায় নিয়োগের প্রস্তাব দেয়, তখন কমরেড আজিমুদ্দিন স্বেচ্ছায় সেই সুযোগ না নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ আনার মালিকী চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন। সেই থেকে মেহনতি শ্রমিক আজিমুদ্দিন সংসার প্রতিপালনের জন্য রংমিস্ত্রির কাজ করতে শুরু করেন। এই কাজ করতে গিয়েই গত ২৬ নভেম্বর স্থানীয় সুন্দরবন ফার্টিলাইজার কোম্পানী অধুনা তিস্তা অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ-এর বিল্ডিংয়ের ৬০ ফুট উঁচু থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন ও রাত আনুমানিক ৮টায় একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কমরেড আজিমুদ্দিন ছিলেন দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। তিনি যেখানে বাস করতেন সেই মাহানপাড়া গ্রামসভায় এস ইউ সি আই দলের প্রার্থী উপর্যুপরি তিনবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হন এবং এই লড়াইয়ে কমরেড আজিমুদ্দিন নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছেন। আজিমুদ্দিনের মৃত্যুতে দল একজন সম্ভাবনাময় বিপ্লবী কর্মীকে হারাল।

গত ৭ ডিসেম্বর রাজগঞ্জের মাহানপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমরেড আজিমুদ্দিনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। আপামর জনসাধারণের উপস্থিতিতে এই সভায় এস ইউ সি আই দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক প্রয়াত কমরেডের সংগ্রামী জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলি তুলে ধরেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন রাজগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ বর্মন, স্থানীয় এস ইউ সি আই পঞ্চায়েত সদস্য কমরেড নাসিরুদ্দিন মহম্মদ ও কমরেড দেবাশিষ সাহা প্রমুখ।

কমরেড আজিমুদ্দিন মহম্মদ লাল সেলাম

মেদিনীপুর শহরে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরাম গঠিত

ইরাক-আফগানিস্তান সহ দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী হামলা, যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণীর গাঁটছড়া এবং তার

পরিণতিতে কলাইকুণ্ডায় যৌথ সামরিক মহড়া ইত্যাদির প্রতিবাদে সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরাম যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তারই অঙ্গ হিসাবে ২০ নভেম্বর মেদিনীপুর শহরে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট নাগরিক পরাগরঞ্জন চ্যাটার্জীর সভাপতিত্বে কনভেনশনের কাজ শুরু হয়। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন মাধ্যমিক শিক্ষক ও ফোরামের আহ্বায়ক তপন দাস, সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক দেবাশিষ আইচ। আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ও তার বিরুদ্ধে যথার্থ আন্দোলন সংগঠিত করার উপর আলোচনা করেন মুখ্য আলোচক মেদিনীপুর জেলার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামের সম্পাদক পঞ্চানন প্রধান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র দাস, অধ্যাপক শক্তিপদ পাল, অধ্যাপক অরূপ দাশগুপ্ত, এপিডিআর-এর জেলা সম্পাদক দীপক বসু, বিশিষ্ট আইনজীবী অশ্বিনী সেন, ভানুরতন গুঁইন, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী হরিপদ মণ্ডল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। হরিপদ মণ্ডলকে সভাপতি ও অধ্যাপক দেবাশীষ আইচকে সম্পাদক করে ৩১ জনের মেদিনীপুর শহর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কমিটি গঠিত হয়।

খড়্গপুরে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশন

১৯ নভেম্বর ইন্দার তরুণ মিত্র মণ্ডল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খড়্গপুরের বিশিষ্ট শিক্ষক বিমল চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হল খড়্গপুর আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফোরামের জেলা নেতা পঞ্চানন প্রধান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন শিক্ষক বিজয় পালিত, আই আই টি-র গবেষক মাখনলাল নন্দ, ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের নেতা গৌরীশঙ্কর দাস, অসীম চক্রবর্তী, বঙ্কিম ঘোষ প্রমুখ। বিমল চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতি ও বিজয় পালিতকে সম্পাদক করে ২০ জনের খড়্গপুর আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কমিটি গঠিত হয়।

বিশ্বের মেহনতি জনগণের দাবি

লেনিন স্মৃতিসৌধ থেকে পুটিন সরকার হাত ওঠাও

মস্কোয় লেনিন স্মৃতিসৌধে সংরক্ষিত লেনিনের মরদেহটিকে অন্যত্র কবরস্থ করা এবং ঐতিহাসিক সৌধটিকে বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত করার যে চেষ্টা রাশিয়ার বুকে প্রতিবিপ্লবীরা করে চলেছে, রুশ জনগণ আজও তা সফল হতে দেয়নি। রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ ফিরে আসার পর থেকে প্রায় প্রতি বছরই নভেম্বর বিপ্লব কিংবা ২১ জানুয়ারি লেনিনের মৃত্যুদিবসের প্রাক্কালে পুঁজিবাদী রাশিয়ার শাসক-শোষকরা লেনিনের সংরক্ষিত মরদেহটি কবর দেওয়ার আওয়াজ তোলে। কিন্তু রাশিয়ার জনগণের তীব্র বিরোধিতার ফলে তাদের পিছু হঠতে হয়। বর্তমান বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। দৈনিক স্টেটসম্যান-এর সাংবাদিক মস্কো থেকে ৬ ডিসেম্বর লিখেছেন, ''রেড স্কোয়ারের ঠিক মাঝখানটিতে ক্রেমলিনের পাঁচিলের গা ঘেঁষে কালো-লাল গ্রানাইটে গাঁথা স্মারকে একাশি বছর ধরে শায়িত লেনিন। আজও তাঁকে দেখতে লোকের ভিড়, আজও দীর্ঘ লাইন। আজও নিয়ম করে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থকরা প্রতি ২১ জানুয়ারি ফুল দিয়ে যান। লাল পতাকা হাতে মিছিল করে আসেন। গাওয়া হয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল। তবে আর কতদিন তিনি ওইভাবে সকলের দর্শনের জন্য শায়িত থাকবেন কে জানে? বরিস ইয়েলৎসিন ক্ষমতায় থাকার সময় একবার কথা উঠেছিল লেনিনের দেহ সরিয়ে দেওয়া হবে রেড স্কোয়ার থেকে। রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চের প্রত্যক্ষ মদত ছিল তাতে। দেশজুড়ে তো বটেই বিশ্বজুড়ে তর্ক শুরু হয়েছিল তাই নিয়ে।'' কিন্তু বিশ্বজোড়া প্রতিবাদের মুখে ইয়েলৎসিন পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

পরদিন অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বর দৈনিক স্টেটসম্যানের সাংবাদিক আরও লিখেছেন, ''ক্রেমলিনে জারের আমলের স্মারকগুলি পর্যন্ত সযত্নে রাখা রয়েছে, নেই শুধু লেনিন ও স্ট্যালিন। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে — কেন? কীসের আতঙ্কে বর্তমান শাসকরা লেনিন-স্ট্যালিনকে মুছে ফেলতে চায় স্মৃতি থেকে?''

লেনিন এমন এক বিপ্লবের স্রষ্টা যে বিপ্লব মানব সভ্যতার ইতিহাসে সম্পূর্ণ এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। এই বিপ্লবই ইতিহাসে সর্বপ্রথম মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসানের ভিত্তি রচনা করেছে। মার্কস মানব সমাজের বিকাশের ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছিলেন, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই মানবসমাজ আদিম সাম্যবাদ থেকে দাসসমাজ, সামন্ততন্ত্র পার হয়ে পুঁজিবাদে এসে পৌঁছেছে। মার্কস আরও দেখান — পুঁজিবাদ ইতিহাসের শেষ কথা নয়, পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান এবং পুঁজিবাদের অবসান ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা মানবসমাজের ইতিহাস নির্ধারিত অনিবার্য ভবিষ্যৎ। মার্কস আরও দেখান যে, অতীতের সকল বিপ্লবগুলি ছিল এক ধরনের শ্রেণীশাসনের বদলে ভিন্ন ধরনের শ্রেণীশাসন, এক ধরনের ব্যক্তিসম্পত্তির বদলে ভিন্ন ধরনের ব্যক্তিসম্পত্তির অধিকার, এক ধরনের শোষণের বদলে ভিন্ন ধরনের শোষণ প্রতিষ্ঠার লড়াই। সেই লড়াইগুলিতে শোষিত জনগণের শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির স্বপ্ন ছিল কিন্তু তা সফল হওয়ার বাস্তব জমি তৈরি হয়নি। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল ইতিহাসের প্রথম সচেতন বিপ্লব, যে বিপ্লব সর্বপ্রকার শোষণের অবসান, শ্রেণী ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিলোপ ঘটানোর পথে ব্যক্তি সম্পত্তির অবসান ও শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছানোর পথে মানবসমাজকে পৌঁছে দেওয়ার ইতিহাস নির্ধারিত অনিবার্য পথ। লেনিনের নেতৃত্বে প্রথম সেই বিপ্লব রাশিয়ার বুকে ঘটলেও তার তাৎপর্য বিশ্বজনীন। তাই লেনিন কেবল রুশ বিপ্লবের নেতা নন, মার্কসবাদী বিপ্লবী তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের সৃষ্টি লেনিন, নিজেই ইতিহাস হয়ে গিয়েছেন। বুর্জোয়ারা মনে করত, মজুরিদাসত্বই শ্রমিকের ভবিতব্য, কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীরা শ্রমিকদের করুণার পাত্র মনে করত, মার্কসবাদের আধারে লেনিন দেখান, শ্রমিকশ্রেণী ইতিহাসের স্রষ্টা শুধু তত্ত্বে নয়, সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনা করতে পারে পেশাদার বুর্জোয়া প্রশাসকদের চেয়ে অনেক বেশি যোগ্যতা ও মানবতা নিয়ে। নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ১৯৭৪ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন — ''বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম হয় এবং সেই শক্তি পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে পারে। ফলে মজুর চাষী রাষ্ট্রক্ষমতা চালাতে পারবে না, এই ধারণাটাও যে ভ্রান্ত, নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়েই তা প্রমাণ হয়ে গেল।'' জীবন্ত লেনিনকে তাই আতঙ্কের চোখে দেখেছিল রুশ জারতন্ত্র, ভূস্বামী আর রুশ পুঁজিপতিরা শুধু নয়, মানবসমাজের বিকাশের পথে আজকের দিনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিশ্বের সমস্ত দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী। ইতিহাসের যে সত্য লেনিনের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল, লেনিনের মরদেহও সেই সত্যেরই প্রতীক। তাই বিশ্বপুঁজিবাদ এবং রুশ পুঁজিবাদী শাসকরা তাঁর মরদেহটিকেও আতঙ্কের চোখেই দেখে। ব্যক্তি লেনিন মৃত হলেও যে সত্যের তিনি প্রতিমূর্তি তা জীবন্ত, অম্লান।

লেনিনের মৃত্যুর পর পরই মস্কো পৌঁছেছিলেন হো চি মিন। অসুস্থ লেনিনের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার তাঁর হয়নি। মস্কোর মৃত্যুশীতল হিমে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর লাইন দিয়ে তিনি দেখেছিলেন লেনিনের সংরক্ষিত মরদেহ। উপযুক্ত গরম পোষাকের অভাবে তুষারক্ষত হয়ে গিয়েছিল তাঁর। লেনিন ছিলেন বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি সংগ্রামের জীবন্ত প্রেরণা। আফ্রিকায় আলজিরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম, ইন্দোচীনের মুক্তিসংগ্রাম, ভারতে ভগৎ সিং, সুভাষচন্দ্রের সংগ্রাম উদ্বুদ্ধ হয়েছে লেনিনের নামে। মৃত্যুর পর লেনিনের মরদেহ জীবন্ত লেনিনের প্রতিনিধি। ''আজও দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে আগত অগণিত মানুষ এই মহাবিপ্লবী মহামানবের মরদেহের সামনে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে, এ দৃশ্য কমিউনিস্টবিরোধী প্রতিবিপ্লবীদের কাছে অসহ্য'' — বলেছে রাশিয়ার অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি বলশেভিকস্ (এ ইউ সি পি বি)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি। বর্তমান শাসকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তারা বলেছে — ''লেনিন স্মৃতিসৌধ থেকে হাত ওঠাও।''

লেনিনের মরদেহ অপসারণে প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে অর্থোডক্স চার্চ, খ্রিষ্টধর্মের প্রাণসত্তাকে হত্যা করে যারা আজ শাসকদের গোলাম। অথচ ১৯২৪ সালে, লেনিনের মৃত্যুর পর, তাঁর মরদেহ সংরক্ষণ করায় অর্থোডক্স চার্চের সম্মতি ছিল। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় ধর্মের স্বাধীনতা ছিল, বিপ্লবী আন্দোলনের বাতাবরণে ধর্মের মানবমুখী দিকগুলির ছিল প্রাধান্য। লেনিনের মরদেহ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত দল বা কোন সরকারি দপ্তর নেয়নি। গোটা দেশের জনগণের ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে অল ইউনিয়ন সোভিয়েটসের দ্বিতীয় কংগ্রেস লেনিনের মরদেহ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ২য় বিশ্বযুদ্ধে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট জনগণ লেনিন স্মৃতিসৌধে একটি আঁচড়ও পড়তে দেয়নি। রাজনৈতিক তাৎপর্য ছাড়াও লেনিন স্মৃতিসৌধ বিজ্ঞান গবেষণার বিস্ময়। কোন জীবদেহকে এত দীর্ঘকাল অবিকৃতভাবে সংরক্ষণের দ্বিতীয় কোন নজির নেই। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা এদিক থেকেও প্রশ্ন তুলছেন।

প্রশ্ন উঠছে — মরদেহ অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রুশ ফেডারেশনের বর্তমান শাসকদের আছে কি? লেনিন নিজে ''উইল'' করে মরদেহ সংরক্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ করেননি, ক্ষুদ্র কোন গোষ্ঠীও এই সিদ্ধান্ত নেয়নি। ২৬ জানুয়ারি ১৯২৪ যে ব্যাপক জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কংগ্রেস এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, বর্তমানের মুষ্টিমেয় শাসকচক্র সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে কি?

ইতিমধ্যেই উলিয়ানভস্ক এলাকার গভর্নর, দুমায় বাজেট আলোচনাকালে প্রস্তাব করেছেন, উলিয়ানভস্ক শহরে লেনিনের পিতা ইলিয়া উলিয়ানভ নিকলায়েভিচের কবরের পাশে লেনিনের মরদেহ সমাধিস্থ করা হোক। এ ইউ সি পি বি-র মতে উলিয়ানভস্কের গভর্নর এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে বর্তমান শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর সেবা করার সাথে সাথে, লেনিনের কবরস্থলকে কাজে লাগিয়ে নিজের এলাকায় পর্যটন ব্যবসাকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছেন।

সরকারি এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এ ইউ সি পি বি-র কেন্দ্রীয় কমিটি বলেছে — মজ্জাগতভাবে কমিউনিস্টবিরোধী প্রতি-বিপ্লবীদের বোঝা উচিত, লেনিন স্মৃতিসৌধ ধ্বংস এবং তাঁর দেহ কবরস্থ করলে তার পাল্টা প্রতিক্রিয়া কী হবে! গোটা দুনিয়ার মেহনতি মানুষের তীব্র ঘৃণা তাদের উপর বর্ষিত হবে। এই বর্বরোচিত কাজে যারা হাত দিতে যাবে তাদের মনে রাখা উচিত, জনগণ কিছুই ভোলে না, একজন প্রতিবিপ্লবীকেও তারা ছেড়ে দেবে না। এই কালাপাহাড়ি কাণ্ড যারা ঘটাবে তাদের শুধু নয়, তাদের উত্তরপুরুষকেও এজন্য জবাবদিহি করতে হবে।

ইউ পি এ সরকারের ফি-নির্ধারণ বিলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনে এ আই ডি এস ও

সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক বেসরকারি বৃত্তিমুখী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং বেসরকারি মেডিক্যাল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রভর্তি ও ফি নির্ধারণকে আইনসম্মত করার জন্য লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনে পেশ করার জন্য দুটি বিলের খসড়া প্রস্তুত করেছে।

এই বিল আইনে পরিণত হলে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সমস্ত বেসরকারি বৃত্তিমূলক কলেজেই ১৫ শতাংশ আসন বিদেশি ছাত্রদের জন্য এবং বেসরকারি মালিকানাধীন সমস্ত কলেজে ৫০ শতাংশ আসন কর্তৃপক্ষের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই সংরক্ষিত আসনের জন্য ভর্তির পরীক্ষা বেসরকারি মালিকানাধীন কলেজগুলির কর্তৃপক্ষের দ্বারাই পরিচালিত হবে। সরকারি সংস্থা পরিচালিত জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরাও চড়া হারে ফি না দিলে ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। ফি নির্ধারিত হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, পাঠক্রমের প্রকৃতি, প্রতিষ্ঠানের জমির দাম ও বিল্ডিং তৈরির খরচ, পরিকাঠামোর নানা সুযোগ, প্রশাসনিক কাজ ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ, যুক্তিসম্মত লাভ, তফসিলি জাতি-উপজাতি বা অন্যান্য পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের যদি ফি মকুব করা হয় তার পরিমাণ প্রভৃতি মোট খরচ হিসাব করে। অর্থাৎ, অন্যান্য ব্যবসায়িক পণ্যের দাম যেমনভাবে নির্ধারণ করা হয়, শিক্ষার মূল্যও সেভাবে নির্ধারিত হবে। শিক্ষা হবে লাভের জন্য বিক্রয়যোগ্য একটি পণ্য। এই সর্বনাশা পদক্ষেপের বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও ছাড়া সমস্ত ছাত্র সংগঠন, বিশেষ করে তথাকথিত বামপন্থী এস এফ আই এবং এ আই এস এফ-ও ৫০ শতাংশ আসন সাধারণ ক্যাটিগরি ও তফসিলি জাতি-উপজাতির জন্য সংরক্ষণের দাবি তুলে কার্যত বাকি ৫০ শতাংশ আসন ম্যানেজমেন্ট ও বিদেশি ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত রাখাকেই কার্যকরী করতে সরকারকে সাহায্য করছে এবং ফি বৃদ্ধিরও কোনরকম বিরোধিতা করছে না।

অন্যদিকে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত সরকার শিক্ষাকে General Agreement on Trade in Services (গ্যাটস) -এর আওতায় আনতে চাইছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সি এন আর রাও-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছে। শিক্ষাকে গ্যাটস-এর আওতায় আনার জন্য সরকারের কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তা নির্ধারণ করেছে এই কমিটি। শিক্ষা গ্যাটস এর আওতায় এলে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা অবাধে শিক্ষায় বিনিয়োগ করতে পারবে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন শিক্ষাক্ষেত্রেও পুরোপুরি বিস্তৃত হবে। ইউরোপিয়ান কমিশনের ভাষায় গ্যাটস হল ''First and foremost an instrument for the benefit of business'' অর্থাৎ গ্যাটস হল মুনাফা লোটার উত্তম হাতিয়ার। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আগামী ১৩ থেকে ১৮ ডিসেম্বর হংকং-এ ডব্লিউ টি ও-র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আমাদের দেশের বাণিজ্যমন্ত্রী এই সম্মেলনে যোগ দিতে যাবেন।

পার্লামেন্টে ফি নির্ধারণ বিল-এর বিরুদ্ধে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের দ্বারা লুণ্ঠন করার এই অবাধ সুযোগ দেওয়ার প্রতিবাদে ৪ ডিসেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর এ আই ডি এস ও সর্বভারতীয় কমিটি 'প্রতিবাদ পক্ষ' পালনের ডাক দিয়েছে। ১৩ ডিসেম্বর সারা দেশে বিক্ষোভ সভা ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষাবিল দু'টির প্রতিলিপি ও গ্যাটস এর আওতায় শিক্ষাকে আনার প্রস্তাবের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। দেশজুড়ে সর্বত্র কনভেনশন, বিক্ষোভ ও অন্যান্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছে এ আই ডি এস ও।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের শতবার্ষিকী কমিটির
ক্ষুদিরাম স্মরণ

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি গত ৩ ডিসেম্বর রাজ্য জুড়ে শহীদ ক্ষুদিরামের ১১৬তম জন্মদিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করে। কলকাতায় এই বীর বিপ্লবীর মূর্তিতে মাল্যদান করেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির সম্পাদক মহিউদ্দিন মান্নান, কমিটির অন্যতম সদস্য প্রাণতোষ ব্যানার্জী ও বাণী সামন্ত। সকাল থেকে স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন জেলার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়গুলোতে ক্ষুদিরামের ছবিতে মাল্যদান ও স্মারকব্যাজ পরিধান অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় কলেজ স্কোয়ার উদ্যানে। প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও ভারতসভা হলের সাধারণ সম্পাদক সত্যপ্রিয় চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অগ্নিযুগের বিপ্লবী প্রবোধরঞ্জন সেন, মহিউদ্দিন মান্নান, বাংলাদেশের লেখিকা কাজী তামান্না এবং বিপ্লব চক্রবর্তী শহীদ ক্ষুদিরামের জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

দেশি-বিদেশি মনোপলি হাউসের কথায় সরকার শ্রমিক অধিকার হরণ করছে

প্রকাশ্য সমাবেশে সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড অনিল সেন

একের পাতার পর

শ্রমিকদের দিয়ে তা মানিয়ে নেওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে। মালিকদের দাবিমত সরকারগুলিও শ্রমআইন সংস্কারের নামে শ্রমিকদের অধিকার হরণ করছে।

এই সর্বগ্রাসী সঙ্কটের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রমী সংগঠন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক সংগ্রামের ঝাণ্ডা উড্ডীন রেখেছে এবং কিছুক্ষেত্রে দাবি আদায়ও সম্ভব করেছে। চটকল এবং চা-শিল্পে কালাচুক্তির ভয়াবহ দিকগুলি উদ্‌ঘাটিত করে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী যে বিশ্লেষণ শ্রমিকদের সামনে রেখেছে এবং সাংগঠনিকভাবে এই চুক্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছে তা শ্রমিকদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রেও ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র সাংগঠনিক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং কিছুক্ষেত্রে বেতনবৃদ্ধি, পরিচয়পত্র আদায়, পিএফ প্রকল্প চালু এবং পরিচারিকাদের ক্ষেত্রে ট্রেনে স্বল্পমূল্যের মাসিক টিকিট আদায় সম্ভব হয়েছে। জুট শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার 'অপরাধে' এই সংগঠনের বর্তমান রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্যকে মিথ্যা খুনের মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। চা-বাগানে মালিকদের ভাড়াটে গুণ্ডাদের আক্রমণে শহীদ হয়েছেন চা-শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক কমরেড তন্ময় মুখার্জী। বিড়ি শ্রমিকদের নিয়ে পি-এফের টাকা আত্মসাতের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন মুর্শিদাবাদের কমরেড মুজিবর সেখ। পুরুলিয়ার কোল ওয়াসারিতে সিটুর ভাড়াটে গুণ্ডার আক্রমণে কোনক্রমে মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে গেছেন কমরেড বিকাশ চক্রবর্তী। বর্ধমানে স্পঞ্জ আয়রন কারখানায় শ্রমিকদের স্বার্থে লড়তে গিয়ে মালিকের গুণ্ডাবাহিনী ও সিটুর আক্রমণে সংগঠনের কয়েকজন কর্মী চিরকালের মত পঙ্গু হয়ে গেছেন। শ্রমিকরা দেখছেন একদিকে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় ইউনিয়নগুলি মালিকদের প্রবল শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন তো করছেই না, উপরন্তু আন্দোলনের বিরোধিতা করছে। অন্যদিকে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী সাধ্যমতো একটার পর একটা লড়াই সংগঠিত করছে। তাই আজ বাঁচার লড়াইয়ে শ্রমিকরা এই সংগঠনকেই পাশে চাইছেন। তাই যেখানেই ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র কর্মীরা সম্মেলনের আহ্বান নিয়ে গেছেন সেখানেই পেয়েছেন অভূতপূর্ব সাড়া। সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে তারই প্রতিফলন দেখা গেছে। প্রকাশ্য সমাবেশে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলা থেকে পাঁচ সহস্রাধিক শ্রমিক যোগদান করেছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ১২০০ জন প্রতিনিধিত্ব করেন।

সম্মেলনের স্থল হিসাবে ব্যারাকপুরকে নির্বাচন করাও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ভূগোলের পাতায় ব্যারাকপুরের পরিচিতি শিল্পাঞ্চল হলেও এখন অধিকাংশ কারখানাই বন্ধ। শ্রমিক মহল্লায় বিষাদের ছায়া। কাজ নেই, খাবে কী? অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে, নানা অনৈতিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে কেউ কেউ। বুর্জোয়াদের আক্রমণে নিষ্পিষ্ট হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যু নয়, যে পুঁজিবাদ তাদের এ দুর্দশায় ঠেলে দিল সেই পুঁজিবাদকে খতম করার বার্তা তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে লড়াইয়ের চেতনায় সঞ্জীবিত করার জন্য ব্যারাকপুরকে সম্মেলন স্থল হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। গোটা শিল্পাঞ্চল জুড়ে অসংখ্য দেওয়াল লিখনে সেই সংগ্রামের আহ্বানই জানানো হয়েছিল। সাড়া দিয়েছিলেন এলাকার মানুষও। অর্থ সহ নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা।

২ ডিসেম্বর ভোর থেকেই শ্রমিক-কর্মচারীরা আসতে শুরু করেন। ব্যারাকপুর স্টেশনে প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে তৈরি হয়েছিল অস্থায়ী ক্যাম্প। পাশেই তৈরি হয়েছিল উদ্ধৃতি প্রদর্শনী, সঙ্গে বুকস্টল। শ্রমিক আন্দোলনে অর্থনীতিবাদ, সংস্কারবাদ, কানুনি দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে লড়াই করে আন্দোলনের যে সঠিক বৈপ্লবিক পথনির্দেশ বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র প্রাক্তন সভাপতি কমরেড শিবদাস ঘোষ দিয়ে গিয়েছেন, তারই কিছু অমূল্য অংশ তুলে ধরা হয়েছিল এই প্রদর্শনীতে। প্রদত্ত উদ্ধৃতিগুলিতে এই শিক্ষাই প্রতিফলিত হয়েছে যে, শ্রমিকের লক্ষ্য কেবল মজুরিবৃদ্ধি নয়, মজুরি-দাসত্বের অবসান ঘটানো। এই চেতনা যার আছে সেই সচেতন মানুষ। আর সচেতন মজুরই নিজের শৃঙ্খল ছিন্ন করার দ্বারা গোটা মানবসভ্যতাকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। মজুরদের মধ্যে এই চেতনা সঞ্জীবিত করাই বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নের কর্তব্য। সম্মেলনের সামগ্রিক পরিচালনায় এই বিপ্লবী শিক্ষা ও দিক-নির্দেশটি মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

তাই আর পাঁচটা সংগঠনের সম্মেলনের মত এই সম্মেলনে জাঁকজমক ছিল না। প্রাচুর্য ছিল না। অসুবিধা কিছু ছিলই। কিন্তু কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, হৃদয়াবেগ ও আন্তরিকতায় যেমন ছিল সম্মেলন ভরপুর, তেমনি ছিল আদর্শ ও লক্ষ্যে অবিচল প্রতিনিধিদের বলিষ্ঠতা, সকল কষ্ট ও অসুবিধাকে হাসিমুখে স্বীকার করে নেওয়ার মানসিকতা।

প্রকাশ্য সমাবেশ হয় হিন্দি স্কুল মাঠে। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী স্মরণে মাঠের প্রবেশ পথে একটি তোরণ উৎসর্গিত ছিল। স্টেশন চত্বর থেকে মিছিল যখন মাঠে পৌঁছায় তখন চলছিল গণসঙ্গীত। সংগঠনের সঙ্গীতগোষ্ঠী গাইছিল, 'দুনিয়ার মজদুর ভাইসব/নয়া জমানার ডাক এসেছে, এক মিছিলে দাঁড়াও।' মাঠ ভরে গেল কানায় কানায়। বেলা তখন তিনটা। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড সনৎ দত্তের সভাপতিত্বে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। প্রথমে কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র সঙ্গীত গোষ্ঠী।

উদ্বোধনী ভাষণে সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড অনিল সেন বলেন, বহু রক্তপাতের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী যে অধিকারগুলি অর্জন করেছিল, আজ পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের সরকার সেই অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছে এবং ইতিমধ্যেই কেড়ে নিয়েছে বহু অধিকার। কাগজেকলমে যে অধিকারই থাকুক বাস্তবে তা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। শ্রমিকশ্রেণীর উপর কানুনি জুলুম চলছে, কলেকারখানায় ছাঁটাই চলছে, চাকরির গ্যারান্টি নেই, শূন্যপদে নিয়োগ বন্ধ, বেকারি আকাশচুম্বী। যখন শ্রমিকরা এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছে তখন নামিয়ে আনা হচ্ছে পাশবিক অত্যাচার; গুলি পর্যন্ত চলছে, মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পাঠানো হচ্ছে। তিনি বলেন, শুধু ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীই নয়, বিদেশি বহুজাতিক পুঁজিও দেশীয় পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এই আক্রমণ নামিয়ে আনছে। হরিয়ানায় হন্ডা কারখানার শ্রমিকদের উপর কংগ্রেস সরকার যে নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছে, আন্দোলন দমনে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম সরকারের নৃশংসতা তাকে ছাড়িয়ে গেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মনোপলি হাউসের কথায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার পরিচালিত হচ্ছে। তাদের হয়ে দুই সরকারই শ্রমিক চাষী মধ্যবিত্তকে নিষ্পেষণ করছে, তাদের খেয়ালখুশি মত চাকরি থেকে বহিষ্কার করছে। তিনি বলেন, এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথ হল লাগাতার আন্দোলন।

কিন্তু এই লড়াইয়ের হাতিয়ার কী? এ প্রসঙ্গে কমরেড অনিল সেন বলেন, ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিশেষীকৃত ও সমৃদ্ধ করে যে উন্নত উপলব্ধি গড়ে তুলেছেন তাকে হাতিয়ার করে অকুতোভয়ে এই আক্রমণ মোকাবিলা করতে হবে। শ্রমিকদের মধ্যে যে শক্তি আছে তাকে ঐক্যবদ্ধ করে বাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে। মার্কসের শিক্ষাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, যে শ্রমিক দুনিয়াকে পাল্টাবে তাকে আগে নিজেকে পাল্টাতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীকে পড়তে হবে, জানতে হবে, চেতনার স্তর ক্রমাগত বাড়াতে হবে, সেই চেতনাকে কাজে লাগাতে হবে। অজ্ঞতার জন্যই শ্রমিক ভাগ্যকে দোষ দেয়। শোষণ হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্য। শোষণ কীভাবে কাজ করে তা দেখাতে গিয়ে কমরেড অনিল সেন বলেন, পুঁজি বাক্সে ভরে রাখলে মালিকের লাভ হয় না, পুঁজির সঙ্গে শ্রমিকের শ্রম যুক্ত হলে তবেই উৎপাদন হয়, মুনাফা হয়, বাড়তি পুঁজি তৈরি হয়। মুনাফা তৈরি করে শ্রমিক, আর তা আত্মসাৎ করে মালিক। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সেই কারণেই শ্রমিকের অভাব। আর সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকের তৈরি উদ্বৃত্তের একটা অংশ সমাজ-কল্যাণের জন্য রেখে বাকিটা শ্রমিকদের মধ্যেই বণ্টন করে দেওয়া হয়। সেখানে শ্রমিকের মজুরি অনুযায়ীই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নির্ধারিত হয়। সেই কারণে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণ হয় না। এই ব্যবস্থাই শ্রমিকদের কায়েম করতে হবে।

কমরেড অনিল সেন বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন 'শ্রমিকরাই সভ্যতার স্রষ্টা।' চাল, ডাল, পোষাক সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিস তৈরি করছে কারা? করছে শ্রমিক। সমাজের অগ্রগতির জন্য কাজ করছে শ্রমিক, কৃষক। সমাজ অগ্রগতির মূলে রয়েছে শ্রমিকের শ্রম ও শ্রমশক্তি। সেই শ্রমিকদের উপর মালিকদের আক্রমণ এমন চলছে যে মালিকরা তাদের শেষ করে দিতে চায়। যতটুকু না দিলে শ্রমিকরা বেঁচে থেকে মালিকের কাজ করতে পারবে না, ততটুকুই দেয়। এটা মালিকের করুণা নয়, প্রতারণা। শ্রমিকের প্রতি মালিকের কোন করুণাই নেই। প্রয়োজন ফুরালেই মালিক শ্রমিককে ছাঁটাই করতে দ্বিধা করে না। মালিকরা লুঠেরা শ্রেণী। তাদের কোন সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই।

আধুনিক প্রযুক্তি শ্রমিককে অত্যধিক পরিশ্রম থেকে অনেকটাই মুক্তি দিতে পারত, কিন্তু মালিকরা অধিক মুনাফা অর্জনের স্বার্থে সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই করছে। আমরা যারা ট্রেড ইউনিয়ন করি, মার্কসবাদ মানি, সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখি, শোষণের কারণ বিশ্লেষণ করে কষ্টের কারণ বুঝতে পারি, তাদেরকে মজুর ভাইদের কাছে, বোনেদের কাছে গিয়ে এসব কথা বুঝিয়ে লড়াইয়ের প্রেরণা জোগাতে হবে যাতে তারা হীনমন্যতা, ভয়ভীতি কাটিয়ে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে। একাজে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদেরই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। সঠিক আদর্শে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলে সেই শক্তিই হয় বড় শক্তি।

সরকার বলছে, লোকসান দিয়ে শিল্প চালানো যায় না। প্রকৃতই কি লোকসান হচ্ছে? লোকসান কি আটকানো যেত না? চুরি, দুর্নীতি বন্ধ করলে, সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তুললে, পুরো উৎপাদিকা শক্তি কাজে লাগালে লোকসান কি আটকানো যেত না? আসলে লোকসান হচ্ছে খাতায় কলমে। লোকসানটা আসলে অজুহাত। লাভজনক কারখানা তাহলে বিক্রি করা হচ্ছে কেন? এর পিছনে রয়েছে এক গভীর চক্রান্ত। শ্রমিকদের বোঝাতে হবে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় দেশি-বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের জায়গা করে দিতে বেসরকারীকরণের এই চক্রান্ত। এই চক্রান্ত রুখতে হবে শক্তি সংহত করে, শক্তিকে ব্যবহার করে।

কিন্তু কোন্ শ্রমিক লড়তে পারে? এ প্রসঙ্গে কমরেড অনিল সেন স্মরণ করিয়ে দেন কমরেড শিবদাস ঘোষের কথা। কমরেড শিবদাস ঘোষ শ্রমিকদের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, লড়াকু হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'আমি সেই মজুরের পক্ষে যে লড়াই করে আদায় করবে, যে সচেতন মজুর। যে দালাল মজুর সে মজুর বলেই তার প্রতি আমার কোন মমতা নেই।' কারণ, কমরেড অনিল সেন বলেন, তারা জেনে হোক, আর না জেনে হোক পুঁজিবাদকেই টিকিয়ে রাখছে। তিনি বলেন, একদল শ্রমিক আছে যারা মালিকের দালালি করছে, শ্রমিক আন্দোলনে ছুরিকাঘাত করছে। আর আছে শ্রমিক ও মালিকের মাঝে আপসকামী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক শক্তি, যারা শ্রমিক আন্দোলনে ক্ষতি করছে। এদের সঙ্গে আন্দোলনও হবে, আবার এদের শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধেও লড়তে হবে।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা বলেন, ৯০ শতাংশ কর্মী কাজ করেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে। সেখানে সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি পর্যন্ত দেওয়া হয় না, কাজের কোন নিরাপত্তা নেই। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু প্রায়ই বণিকসভায় বলছেন, 'আমরা জঙ্গি আন্দোলন বরদাস্ত করব না।' বুদ্ধদেববাবু কাকে আশ্বস্ত করছেন? করছেন দেশি-বিদেশি মালিকদের যাতে তারা শান্তিতে শোষণ করতে পারে। শ্রমিকদের ১২ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। শ্রমমন্ত্রী কীজন্য আছেন? ফ্যাক্টরি ইন্‌স্পেক্টর কী জন্য আছেন? ফ্যাক্টরি আইন দু'পায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে মালিকরা। মালিক তোষণে সিপিএম কংগ্রেসকে হারিয়ে দিয়েছে। মালিকরা বলছে, 'বুদ্ধবাবু ভারতের এক নম্বর মুখ্যমন্ত্রী।'

সংগঠনের রাজ্য সহসম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য আন্দোলনের ২০ দফা দাবিসনদ উল্লেখ করে অতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সমর্থনে রাজ্য সহসভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা বলেন, জমিদারী ব্যবস্থার মতোই বর্তমান মালিকী ব্যবস্থায় ৩০/৪০ টাকা মজুরিতেও কাজ করতে হচ্ছে। মালিকের দালালরা শ্রমিকদের বলে, মালিকের সেবা কর, তবেই পেট ভরবে। যুগ যুগ ধরে মালিকের সেবাই তো চলছে, সমস্যা মিটল কোথায়? তিনি এই মালিকী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিন্‌হা এই সম্মেলনের প্রেক্ষিত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সাধারণভাবে জনগণ ও বিশেষভাবে শ্রমিকশ্রেণীর উপর বহুমাত্রিক আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্কট যত বাড়ছে শ্রমিকশ্রেণীর উপর তত তীব্র ধারাবাহিক সংগঠিত আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। এই অবস্থায় লড়াইয়ের স্তর হল প্রতিরোধের স্তর। এজন্য সংগঠনকে আদর্শগত ও সংস্কৃতিগতভাবে উজ্জীবিত করার যে আহ্বান জানিয়েছেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর উপদেষ্টা কমরেড নীহার মুখার্জী, তিনি তা সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের স্মরণ করিয়ে দেন। দ্বিতীয় যে দিকটির উপর কমরেড অচিন্ত্য সিন্‌হা জোর দেন, তাহল শ্রম আইন সংস্কার প্রসঙ্গে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

সাদ্দাম হোসেনের বিচারের নামে প্রহসন

একের পাতার পর

দিয়ে আমেরিকা স্বাধীন ইরাককে দখল করে তার প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্যদের বন্দী করেছে।

ইরাকের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করার ও তাতে সাদ্দাম হোসেনের বিচারের শুনানি চালাবার কোনও অধিকার আন্তর্জাতিক আইন আমেরিকাকে দেয়নি, বরং আইন ঠিক বিপরীত কথাই বলে। জেনিভা সনদে মার্কিন সরকারও স্বাক্ষরকারী। ঐ সনদে স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে যে, কোনও দেশেই একটি দখলদার শক্তি কখনও আদালত তৈরি করতে পারবে না। তদুপরি অভিযুক্তদের যেভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে, কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের পরিপন্থী।

সাদ্দাম হোসেনের সমর্থনে যেসকল আইনজীবী এগিয়ে এসেছেন, তাঁদেরও প্রাণের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এঁদের মধ্যে দুজনকে ইতিমধ্যে হত্যাও করা হয়েছে।

আজকের ইরাকে কোনও বিচারব্যবস্থারই অস্তিত্ব নেই। কোনও রাষ্ট্রীয় বিধি কোড নেই, আইনকানুন, আদালত কিছুই নেই। সংবিধান নিয়েও কোনও সহমত হয়নি। ইরাকের পুরো রাষ্ট্র কাঠামোকেই ধ্বংস করা হয়েছে। পরিবর্তে খাড়া করা হয়েছে নগ্ন সামরিক আধিপত্যের একটা বর্বর ব্যবস্থা।

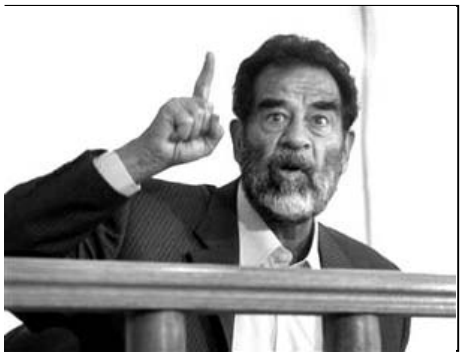

আদালতে সাদ্দাম হোসেন

ইরাকি বিশেষ ট্রাইবুনাল জন্ম থেকেই একটি বেআইনি সংস্থা। মার্কিন দখলদার বাহিনীর প্রশাসনিক কর্তা পল ব্রেমারই তৈরি করেন এই ট্রাইবুনাল। ব্রেমার প্রথমে ঐ আদালত চালাবার জন্য সালেম চালাবিকে নিয়োগ করেছিলেন। এই সালেম হচ্ছেন ইরাকের সহকারী প্রধানমন্ত্রী আহমেদ চালাবির ভাইপো।

২০০৩ সালে মার্কিন ট্যাঙ্কের সশস্ত্র পাহারায় চালাবি ইরাকে ফেরেন। তিনি একটা অফিস খুলে নতুন আইন তৈরি করেন, যার দ্বারা ইরাকের দরজা আবার বিদেশি পুঁজির জন্য খুলে দেওয়া হয়। এই আইন তৈরির অফিস খুলতে চালাবিকে সহায়তা করেন মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি ডগলাস ফেইথ। ইনি একজন ব্যবসায়ী, যুদ্ধের মাধ্যমে মুনাফা লোটাই তাঁর কারবার। বুশ, চেনি, রামসফেল্ডদের একজন বড় দোসর হচ্ছেন এই ডগলাস।

ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদেরও ব্রেমারই নিয়োগ করেন। এই আদালতের জন্য অর্থের জোগান ও কর্মচারী নিয়োগের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনাই মার্কিন সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে। এই আদালতের খরচের জন্য মার্কিন কংগ্রেস ১২ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার মঞ্জুর করে দিয়েছে। অবশ্য ইরাকে মার্কিন সেনার দুষ্কর্ম ও অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা এই আদালতের নেই।

সাদ্দাম হোসেনকে দানব প্রতিপন্ন করার যে ধারাবাহিক প্রয়াস মার্কিন শাসকরা চালাচ্ছে, এই শুনানি তারই অঙ্গ। সেই অর্থে এই সাজানো বিচারও ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার ১৫ বছরের যুদ্ধেরই একটা অংশ।

আমেরিকার নিরন্তর প্রচারে সাদ্দাম হোসেনকে দানব, রক্তপিপাসু একনায়ক হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে এবং গোটা বিশ্বকে বোঝানো হয়েছে তিনি এমন একজন বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি যে, যেকোন সময় পারমাণবিক অস্ত্র ছুঁড়ে বিশ্বকে ছারখার করে দিতে পারেন; বিশ্বের যেখানে যত সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আছে, সাদ্দাম সকলকেই মদত দেন। অথচ, রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট দুই বুর্জোয়া দলই জানে, সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগই পুরোপুরি মিথ্যা ও তৈরি করা। আমেরিকার বোমা ইরাকের সমগ্র শিল্পকাঠামোকেই ধ্বংস করে দিয়েছে।

আসলে ইতিহাসে দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে, নিপীড়িত জাতি বা দেশগুলির বিরুদ্ধে সকল মার্কিন যুদ্ধই শুরু করা হয়েছে যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টির ব্যাপক প্রচারের মধ্য দিয়ে, যার প্রধান লক্ষ্যই থাকে, যাকে আক্রমণ করা হবে সেই দেশের বা জনগণের নেতাকে দানব বলে প্রতিপন্ন করা। এর ফলেই বিজয়ী মার্কিন বাহিনী যখন পরাভূত দেশটির উপর ও সংশ্লিষ্ট নেতার উপর অত্যাচার চালায়, স্বাধীন দেশের নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেয়, নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে কিডন্যাপ করে — তখন বিজয়ীর এই কুকর্মগুলিও 'ন্যায্য ও ন্যায়বিচার' বলে প্রতিপন্ন হয়ে যায়। যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচ, কিংবা হাইতির প্রেসিডেন্ট অহিংসবাদী আরিস্তিদের ক্ষেত্রেও ঠিক এটাই আমেরিকা করেছে। বিপরীতে দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে যে, ইন্দোনেশিয়া থেকে চিলি, কঙ্গো সর্বত্রই আমেরিকার সার্টিফিকেট পাওয়া দালালরা যে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে, তা নগ্ন সামরিক একনায়কতন্ত্র ছাড়া কিছু নয়।

সাদ্দাম হোসেন একনায়কতন্ত্রী ছিলেন কি ছিলেন না, সেটা আমেরিকার কাছে কোনও সমস্যাই ছিল না। সমস্যা বাধল তখনই যখন তিনি ইরাকের সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিতে অস্বীকার করলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত ইরাকি তেলের নিয়ন্ত্রণ মার্কিন কর্পোরেশনগুলিকে ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না। প্যালেস্টীনিয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনের থেকে সমর্থন তুলে নিয়ে মিশরের মতো তিনি ইজরাইলের সাথে সমঝোতায় গেলেন না। মার্কিন অধীনে তথাকথিত নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থাকে মেনে না নেওয়াই সাদ্দাম হোসেনের সবচেয়ে বড় অপরাধ। ফলে, যুদ্ধের অপরাধে, একটা স্বাধীন দেশের জনগণকে অনাহারে ও অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করার অপরাধে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো উচিত বুশ ও ব্লেয়ারদের — সাদ্দাম হোসেনের নয়।

এই আওয়াজই আজ দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন থেকে তোলা দরকার।

র‍্যামসে ক্লার্ককে অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের অভিনন্দন

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিচারের নামে আমেরিকার তৈরি বেআইনি আদালতে যে সাজানো শুনানি শুরু হয়েছে তাতে সাদ্দামের সমর্থনে সওয়াল করার জন্য ইরাকে গিয়েছেন আমেরিকার যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বকারী সংগঠন 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টারে'র প্রতিষ্ঠাতা র‍্যামসে ক্লার্ক, যিনি একসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন।

ন্যায়বিচারের সপক্ষে তাঁর এই সংগ্রামী ভূমিকার জন্য অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইমপিরিয়ালিস্ট ফোরামের সহসভাপতি কমরেড মানিক মুখার্জী ৯ ডিসেম্বর র‍্যামসে ক্লার্ককে প্রেরিত অভিনন্দন বার্তায় বলেছেন, ''সাদ্দাম হোসেনের শুনানি বিষয়ে আপনার নীতিনিষ্ঠ অবস্থানকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনি যথার্থভাবে বলেছেন যে, আমেরিকার প্রচারে সাদ্দাম হোসেনকে সমস্ত রকম মানবিকগুণহীন এক দানব বানানো হয়েছে যাতে তাঁর বিরুদ্ধে যেকোন পদক্ষেপই ন্যায্য বলে দেখানো যায়। এই অবস্থায় সাদ্দাম হোসেনের ন্যায়বিচার হওয়া অসম্ভব। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে, বিদেশি দখল থেকে মুক্ত স্বাধীন ইরাকে গণতান্ত্রিক অধিকারে বলীয়ান ইরাকি জনগণই একমাত্র সাদ্দাম হোসেনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষমতা রাখেন, অন্য কেউ নয়। আজ যেভাবে বিদেশি সেনাদের দখলে থাকা ইরাকে পুতুল সরকারের দ্বারা এই বিচার বসানো হয়েছে তা নিছক প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়। আপনার ভূমিকার মধ্য দিয়ে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য আমেরিকার জনগণের মহান সংগ্রামের ঐতিহ্যই প্রতিফলিত হচ্ছে। আপনার লড়াকু মানসিকতাকে আমরা সেলাম জানাই।''

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২৪ নভেম্বর কলকাতায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশনে উপস্থিত হতে না পেরে র‍্যামসে ক্লার্ক ভিডিও টেপে তাঁর বক্তব্য পাঠান যেটি সম্মেলনে শোনানো হয়েছিল।

নারী ও শিশুদের নিয়ে বছরে এক হাজার কোটি মার্কিন ডলারের ব্যবসা ভারতে

দারিদ্রের চাপে পতিতাবৃত্তি করতে বাধ্য হচ্ছে ভারতে এমন শিশুকন্যার সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। নেপাল থেকে ভারতে দেহ বিক্রি করে পেটের চাহিদা ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য আসেন এমন মহিলার সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। বাংলাদেশ থেকে নারীপাচার চক্রের মাধ্যমে প্রতি বছর এদেশে আনা হয় পাঁচ হাজার মহিলাকে। ভারতকে ট্রানজিট পয়েন্ট করে এঁদের ভারত থেকে পাচার করে দেওয়া হয় পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে।

সেন্ট্রাল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাডভাইসরি বোর্ডের সমীক্ষা অনুযায়ী, কলকাতা সহ দেশের ছয়টি মেট্রো সিটিতে মোট যৌনকর্মীদের মধ্যে ১৫ শতাংশের বয়স ১৫ অথবা তার নীচে। ১৮ বছর বা তার কম বয়সী যৌনকর্মীর সংখ্যা মোটের বিচারে ২৫ শতাংশ। দেহ ব্যবসায়ীদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন নিরক্ষর। মোট ৪৩ শতাংশ যৌনকর্মী তাদের পেশা ছেড়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে চান। কিন্তু পরিবারের লোকজনের অনিচ্ছায় তাঁরা নিজেদের শরীর বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই মুহূর্তে ভারতে শিশুকন্যা ও মহিলাদের নিয়ে প্রায় হাজার কোটি মার্কিন ডলারের ব্যবসা হয় প্রতি বছর। এই যৌনকর্মীদের সিংহভাগই হতদরিদ্র পরিবারের পাচার হওয়া শিশু বা মহিলা। বিশ্বাস করা শক্ত হলেও ৫ ডিসেম্বর 'নারী ও শিশু পাচার বিরোধী দিবস'-এ এই বাস্তব তথ্যই সামনে এসেছে।

শুধু তাই নয়, বিকৃত রুচির পুরুষদের যৌন লালসা মেটাতে দীন দরিদ্র পরিবার থেকে নাবালক শিশুদের পাঠানো হচ্ছে কেরল, হায়দ্রাবাদ, পুনে এবং ব্যাঙ্গালোরে। এই নাবালক-নাবালিকাদের সংখ্যাও কম নয়। বেআইনি এই ব্যবসার পোশাকি নাম সেক্স টুরিজম। নির্বিচারে চলছে এই ব্যবসা। শুধু চলছে নয়, দিন দিন বাড়ছে সেক্স টুরিজম। এ বছর শুধু মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা ব্লক থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এমন ২০ জন নাবালককে ; এদেরকে নারী ও শিশু পাচার চক্রের পাণ্ডারা নিয়ে গিয়েছিল বিদেশ থেকে আসা পর্যটকদের যৌন লালসা মেটাতে। সমীক্ষা বলছে, বেআইনি অস্ত্র আর মাদক ব্যবসার পরই দেহ ব্যবসা এখন বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে পাচার সমস্যা তীব্র আকার নেওয়ায় অচিরেই এই ব্যবসা বিশ্বে বেআইনি ব্যবসাগুলির তালিকার শীর্ষে চলে আসবে বলে আশঙ্কা। (দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান, ৬-১২-০৫)

হংকংয়ে আসন্ন ডব্লু টি ও-র বৈঠকের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের শিকার কঙ্কালসার মানুষের প্রতীক নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল

কানুনি দৃষ্টিভঙ্গি-অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদ নয় — ট্রেডইউনিয়নকে সাম্যবাদ শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত করুন

প্রকাশ্য সমাবেশে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড তাপস দত্ত

চারের পাতার পর

তিনি বলেন, গত ২৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির স্পনসরিং কমিটি আহূত দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের অন্যতম দাবি ছিল, শ্রম আইন প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে। সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু ছিল এই ধর্মঘটের অন্যতম শরিক। ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। অথচ পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম সরকার সেই শ্রম আইন লঙ্ঘন করছে। গরিবরা আইন না মানলে পুলিশ কোমরে দড়ি দিয়ে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ ক'টা মালিকদের গ্রেপ্তার করেছে শ্রম আইন লঙ্ঘন করার জন্য? আইন মালিকের পক্ষে কাজ করছে। কমরেড অচিন্ত্য সিন্‌হা আরও বলেন, শ্রম যুগ্ম তালিকায় আছে, সিপিএম সরকার যদি শ্রমিকস্বার্থবাহী হয় তাহলে শ্রমিকের স্বার্থবাহী শ্রমআইন তৈরি করছে না কেন? মালিকের কে ভাল দালাল হবে, আজ তার প্রতিযোগিতা চলছে। সিপিএম এই প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

প্রধান বক্তা, সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড তাপস দত্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেন, মজুর আন্দোলন ব্রিটিশ আমল থেকেই হয়ে আসছে, ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনও হয়েছে, অনেক প্রাণও গিয়েছে, কিন্তু কী লাভ হয়েছে? তখন ইউনিয়নগুলি শুধু আইনি লড়াইয়ের কথা বলেছে। কানুনি দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থনীতিবাদ ও সংস্কারবাদের চর্চা করে শ্রমিকদের মুক্তি আসতে পারে না। মার্কসের শিক্ষা উদ্ধৃত করে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, ট্রেড ইউনিয়নকে 'স্কুল অফ কমিউনিজম', অর্থাৎ সাম্যবাদ শেখার কেন্দ্র হিসাবে পরিচালিত করতে হবে। তিনি বলেন, রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর রাজ কায়েম করেছিল, অগাধ সুযোগসুবিধার অধিকারী হয়েছিল। সংশোধনবাদ সেই সমাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর ওপর আবার শোষণ-অত্যাচার নেমে এসেছে। এর বিরুদ্ধে রাশিয়ার শ্রমিকরা আবার লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি নিয়ে সমাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আন্দোলন শুরু করেছে। এদেশেও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী লড়ে যাচ্ছে, শ্রমিকরা বেশি বেশি করে এই লড়াইয়ে সামিল হচ্ছে।

দুনিয়াব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য গড়ে তোলা প্রসঙ্গে কমরেড তাপস দত্ত বলেন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি কলকাতায় যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশন হয়ে গেল তাতে রাশিয়া, আমেরিকা, বাংলাদেশ, নেপাল, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। আরও বেশ কয়েকটি দেশ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছে। সবশেষে কমরেড তাপস দত্ত বলেন, পরিবর্তনের অমোঘ নিয়মেই বিপ্লব আসবে এবং সেখানে কমিউনিস্টদের সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রকাশ্য সমাবেশের সভাপতি কমরেড সনৎ দত্ত বলেন, মজুরি কমানো, কাজের সময় বাড়ানো, শ্রম আইন পরিবর্তন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যে মারাত্মক আক্রমণ মালিকশ্রেণী ও সরকার নামিয়ে এনেছে, তার মূলে রয়েছে পুঁজিবাদী বাজার সঙ্কট। এই বাজার সঙ্কটের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টায় বিশ্বায়ন বেসরকারীকরণের পথে তাদের যেতে হচ্ছে। তিনি শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, লড়াই ছাড়া শ্রমিকদের সামনে বাঁচার আর কোন রাস্তা খোলা নেই। এই লড়াইয়ে হিন্দু বা মুসলমান, উচ্চবর্ণ বা নিম্নবর্ণ, বিহারি বা ওড়িয়া ইত্যাদি কোন ভাগাভাগি নেই। আপনাদের একমাত্র পরিচয় আপনারা শ্রমিক। এই কথাটাই সকলকে বোঝাতে হবে। আপনাদের এমন ঐক্য গড়ে তুলতে হবে যাতে বলতে পারেন, সরকার (শ্রম) আইন না মানলে আমরাও সরকার চালাতে দেব না। সরকার দাবি না মানলে আমরা তাদের বাধ্য করব আমাদের কথা শুনতে।

সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণ সমাপ্ত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য সম্মেলনের কাজ শেষ হয়।

শ্রমিকরা কেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীকে পাশে চান, প্রতিনিধিরাই জানালেন সেকথা

প্রকাশ্য সমাবেশে যোগ দেওয়া শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে ঘুরে জানা গেল, সংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে ব্যাঙ্ক, রেল, ডাক, চা, বিদ্যুৎ, চট, কোলিয়ারি থেকে যেমন শ্রমজীবীরা এসেছেন, পাশাপাশি বিড়ি, রিক্সা, নির্মাণ, হকার, পরিচারিকা, কৃষিমজুর, ইটভাঁটা, ধানকল, পরিবহণ, মুটে, তাঁত, দড়ি, মৎস্যজীবী প্রভৃতি অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকেও শ্রমিকরা এই সমাবেশে এসেছেন। এদের সকলের মুখেই তীব্র শোষণ-বঞ্চনার কাহিনী, পাশাপাশি লড়াইয়ের আকাঙ্ক্ষা, যেটাই তাদের এই সম্মেলনে টেনে এনেছে। পুরুলিয়া থেকে এসেছেন হকার, নির্মাণকর্মী, কোলিয়ারি, কোল ওয়াশারির শ্রমিকরা। রঘুনাথপুর, আদ্রা সাঁওতালডি এলাকায় হকাররা উচ্ছেদ রুখতে সক্ষম হয়েছেন। কোচবিহারে হকাররা গড়ে তুলেছেন সংগ্রামী হকার ইউনিয়ন। তাদের একজন আইসক্রিম বিক্রি করেন। তিনি জানালেন, আন্দোলন করে আইসক্রিম বিক্রেতারা মালিকদের ইচ্ছেমত দামবৃদ্ধি রুখে দিয়েছেন। দার্জিলিং জেলার সদ্য কাজ হারানো ইলেকট্রিক মিস্ত্রি দীপঙ্কর মজুমদার জানালেন, সম্মেলন থেকে ফিরে গিয়ে মালিকদের তীব্র শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে সকলকে নিয়ে গড়ে তুলবেন ইউনিয়ন। মোটর মেকানিক সুদেব বিশ্বাসও একই কথা জানালেন। নদীয়ার কাঁসা-পিতলের কর্মীদের মেটাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন কাজের গ্যারান্টির দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। জেলার বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলনের ফলে তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য দেয় সরকারি বৃত্তির বরাদ্দ বাড়াতে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন। কোচবিহার থেকে এসেছেন বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা। হুগলি থেকে এসেছেন মৃতপ্রায় তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত কর্মীরা। কার্তিক শীল জানালেন, ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করেও এখন ৪০ টাকার বেশি আয় হয় না। জীবনধারণের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটলেও মহাজনী শোষণ তীব্র হওয়ায় আয় বাড়েনি, বরং কমছে। এর বিরুদ্ধেই তাঁরা লড়াই গড়ে তুলেছেন। ঠিক একইভাবে লড়ছেন জেলার প্লাস্টিক দড়ি শিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিকরা। তাঁদেরই একজন শেখ আলাউদ্দিন জানালেন, বাড়ির মেয়েদের, শিশুদের কাজে লাগিয়েও দিনে ২৫ টাকা এবং খুব বেশি হলে ৫০ টাকার বেশি রোজগার হয় না। মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে লড়ছেন তাঁরা। সেই আন্দোলনকে জোরদার করতেই সম্মেলনে আসা।

মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছেন বাস কর্মীরা। এই জেলাতে বাস ওয়ার্কার্স সমন্বয় কমিটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কিছু দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে এসেছেন বিরাট সংখ্যক গৃহপরিচারিকা, সমাজের সবচেয়ে শোষিত অংশ। কলকাতা থেকে অন্যদের সাথে এসেছেন ডক, শিপইয়ার্ড, বয়ন, সিকিউরিটি গার্ড, কর্পোরেশন সুইপার, কে এম ডি এ কর্মী এবং নৌকার মাঝিরা ; এসেছেন গার্ডেনরিচ এভারেস্ট কারখানার কর্মী ইউনিয়নের নির্বাচনে সদ্য জয়ী হওয়া সদস্যরা। মালদার এক বিড়ি শ্রমিকের মুখে শোনা গেল 'দশ বছর হল বিজেপি ছেড়েছেন, কারণ বিজেপির আদর্শ শ্রমিকের স্বার্থবাহী নয়। রঘুনাথগঞ্জে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত বিড়ি শ্রমিক সম্মেলনে গিয়ে শুনেছেন শ্রমিক শোষণের নির্মম রূপ। সেই সম্মেলন থেকে প্রেরণা নিয়েই তাঁরা সংগঠন গড়ে তুলেছেন। তাঁদের আন্দোলনের ফলে পি এফ প্রকল্প চালু হয়েছে।' প্রতিনিধি সম্মেলনেও একই কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল।

৩ ডিসেম্বর সুকান্ত সদনে প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয়। আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন সিটু, এ আই টি ইউ সি, ইউ টি ইউ সি, টি ইউ সি সি, এ আই সি সি টি ইউ এবং আই এন টি ইউ সি-র প্রতিনিধিরা। তাঁরা যুক্ত আন্দোলনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী কমিটির সহ-সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। ৪ ডিসেম্বর সকাল পর্যন্ত ১০২ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন।

বর্ধমানের প্রতিনিধি প্রবীর চ্যাটার্জী জানালেন, হিন্দুস্থান কেবলস্-এ পাঁচ হাজার শ্রমিক ছিল। এখন শ্রমিক সংখ্যা ১৬০০। বাকিদের ভি আর এসের নামে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে বাধ্যতামূলক অবসর করানো হয়েছে। ৫টি ইউনিয়ন ভি আর এস-এর পক্ষে দাঁড়াল। একমাত্র ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী বিরোধিতা করেছিল। সেদিন শ্রমিকরা বিভ্রান্ত হয়ে ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর কথা শোনেননি। এখন বলছেন, 'তোমাদের কথা না শুনে ঠকেছি।' একই কথা শোনালেন পুরুলিয়ার এস এস মাঝি। খনি এলাকায় ইউ টি ইউ সি-এল এস'র সংগঠন ভাঙার জন্য ম্যানেজমেন্ট পরিকল্পিতভাবে 'রোপওয়েজ' ধ্বংস করল। সিটু, এ আই টি ইউ সি'কে যুক্ত আন্দোলনে আসার আহ্বান জানালেও তারা এল না। তাদের সহযোগিতায় মালিকের প্রত্যেকটি ষড়যন্ত্র সফল হল। এখন শ্রমিকরা 'হায় হায়' করছে। বীরভূমের রফিকুল হাসান বললেন, পাথর খাদান শিল্পে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অগ্রণী ভূমিকায় উৎসাহিত হয়ে পার্শ্ববর্তী সিটু প্রভাবিত এলাকা থেকে শ্রমিকরা তাঁদের এলাকায় এই সংগঠনকে চাইছেন। এই জেলায় চীনা মাটি শিল্পে ইতিমধ্যেই ৩০০ শ্রমিক সিটু ছেড়ে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীতে যোগ দিয়েছে। হাওড়ার কালিকিঙ্কর সামন্ত বললেন, দেশের সর্ববৃহৎ শিল্প রেলে ১৯৮৪ সালে শ্রমিক ছিল ২৩ লক্ষ, বর্তমানে আছে ১১ লক্ষ, একে কমিয়ে চার লক্ষ করার ষড়যন্ত্র চলছে। রেলওয়ে শ্রমিক আন্দোলনেও ইউ টি ইউ সি-এল এস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিড়ি শিল্পে ইউ টি ইউ সি-এল এসের নেতৃত্বে শ্রমিকরা শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলছে এবং কিছু দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। কোচবিহারের অনিমা বর্মন জানালেন, সিটু বিড়ি শ্রমিকদের পরিচয়পত্র দেবার নামে আদায় করছে প্রচুর টাকা, এদিকে বিড়ি শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরি থেকেও বঞ্চিত। চা-শ্রমিক নেতা অভিজিৎ রায় বললেন, প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলি শ্রমিকস্বার্থবিরোধী কালা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। ইউ টি ইউ সি-এল এস এর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সজাগ করছে। চটশিল্পে উৎপাদনভিত্তিক মজুরি চালুর বিরুদ্ধে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী লড়ছে এবং বেশ কিছু কারখানায় এখনও এই কালাচুক্তি কার্যকর করতে দেয়নি। আই সি ডি এস কর্মী দক্ষিণ ২৪ পরগণার মাধুরী পণ্ডিত রাজ্যব্যাপী এই সংগঠন গড়ে তোলার জন্য অন্যান্য শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাহায্য প্রত্যাশা করে বক্তব্য রাখেন। মৎস্যজীবীদের চরম দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেন ফিসারমেন ইউনিয়নের নেতা নারায়ণ দাস। তিনি বলেন, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং রাজ্য সরকার জলপথের জন্য বিপুল পরিমাণ কর চাপানোর ফলে মাছ ধরতে ১২-১৪ জনের গ্রুপের বছরে আড়াই-তিন লক্ষ টাকা খরচ বেড়ে গেছে। সরকারি কর্মচারী এস মজুমদার বললেন, রাজ্যে ৫৪টি দপ্তরে দেড় লক্ষ পদ শূন্য পড়ে আছে। সরকারি কাজেও আউট-সোর্সিং হচ্ছে। কো-অর্ডিনেশন কমিটির আন্দোলন বিমুখতা শ্রমিকরা বুঝে ফেলেছেন। গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-নবপর্যায়ের আন্দোলনে শ্রমিক কর্মচারীরা সাড়াও দিচ্ছেন ভাল। পরিচারিকা সমিতির নেত্রী লিলি পাল বললেন, সিপিএম সরকার নাকি শ্রমিকদরদী, অথচ এরা সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতিই দেয় না। ফলে তাঁরা পি এফের সুবিধা পাচ্ছেন না। এভারেস্ট ইন্ডাস্ট্রিজের নেতা ওমপ্রকাশ চৌবে বললেন, দেড় বছর আগে এখানে ইউ টি ইউ সি-এল এস গঠিত হয়। সিটু, আই এন টি ইউ সি'র প্রবল বিরুদ্ধতাকে মোকাবিলা করে ইউনিয়ন নির্বাচনে ইউ টি ইউ সি-এল এস বিজয়ী হয়েছে।

সাংগঠনিক বিস্তৃতি, কিছু ক্ষেত্রে আন্দোলনে সাফল্য অর্জন, সংগঠনকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার চাহিদাকে বাস্তবায়িত করার আকাঙ্ক্ষা, আন্দোলনের অভিজ্ঞতার বিনিময়, ত্রুটি-দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠে আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তৎপরতা — সব মিলে ১৯তম রাজ্য সম্মেলন ছিল যথার্থই প্রাণবন্ত। কমরেড এ এল গুপ্তাকে সভাপতি ও কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে ৫৭ জনের নতুন রাজ্য কমিটির নাম প্রস্তাবিত হতেই হাততালিতে ফেটে পড়ল সম্মেলনস্থল। সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হল নতুন কমিটি। নির্ধারিত সদস্যরা প্রতিনিধিদের সাথে পরিচিত হলেন।

প্রতিনিধি সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বক্তব্য রাখেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে সংগঠনের নেতা কর্মীদের সামনে কী করণীয় তিনি তা তুলে ধরেন।

সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব

যুদ্ধের বিপদ বাড়িয়ে দিচ্ছে

[গত ২৪ নভেম্বর কলকাতার মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত, অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম আহূত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলনে এবার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল, 'সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব ও শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য।' ফোরামের পক্ষ থেকে আলোচনার সূচনা করে ফোরামের সহসভাপতি কমরেড মানিক মুখার্জী নিম্নের সংক্ষেপিত লিখিত বক্তব্য রাখেন।]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে বিজয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিশ্বব্যাপী সংগ্রামকে ভীষণভাবে জোরদার করে তোলে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে, চীন, কোরিয়া, ভিয়েতনাম এবং পরে কিউবায়। বহু দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম জয়যুক্ত হয় এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে তারা মুক্ত হয়। জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের প্রবল তরঙ্গ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে স্ট্যালিনের প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েট ইউনিয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাম্রাজ্যবাদের শক্তি যথেষ্ট হ্রাস পায়। বিশ্ববাজারের একটা বিরাট অংশ হারিয়ে এবং রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পুঁজিবাদ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট পুঁজিবাদী দুনিয়াকে গ্রাস করে। কিন্তু স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ-এর আমল থেকে সোভিয়েট নেতৃত্ব শোধনবাদী নীতি অনুসরণ করতে থাকে, যা সোভিয়েট রাষ্ট্রের শক্তিকে ভিতর থেকে দুর্বল করে দেয়। এর সঙ্গে বাইরে থেকে আসা প্ররোচনা যুক্ত হয়ে প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে পুঁজিবাদ ফিরে আসে। পুঁজিবাদ টিকে থাকার নতুন শক্তি পায় এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ার শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয়। সে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে যে, বিশ্ব এখন একমেরু এবং সমাজতান্ত্রিক শিবির ধ্বংস হওয়ায় যুদ্ধের প্রধান বিপদ ও বিশ্বশান্তির প্রধান অন্তরায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে। বিশ্ববাজার দখলের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষ থেকে বেসরকারীকরণ, বিশ্বায়ন এবং উদারীকরণের স্লোগান আগ্রাসীরূপে আসতে থাকে। বিভ্রান্ত মানুষের কাছে এই সোনালী স্বপ্ন ফেরি করলেও বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, পুঁজিবাদী দুনিয়া আর্থিক সঙ্কটে টলমল করছে। উন্নত দেশগুলিতে শিল্পের অগ্রগতি স্তিমিত, সেখানে চলছে মন্দা, ব্যাপক বেকারী, দারিদ্র্যবৃদ্ধি এবং সমাজকল্যাণ খাতে বরাদ্দ ছাঁটাই।

সংস্কার, বিশ্বায়ন এবং উদারীকরণের নামে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ভর্তুকি ছাঁটাই এবং বিদেশি পণ্য ও পুঁজি প্রবেশে সমস্ত বাধানিষেধ অপসারণের জন্য তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশগুলিকে প্রবল চাপ দিচ্ছে ; অথচ নিজেদের দেশে বিদেশি পণ্য ও পুঁজি প্রবেশে বাধা দিচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিশ্বায়ন কৃষিকে ধ্বংস করে কৃষককে নিঃস্ব করে দিচ্ছে। সরকারি শিল্পোদ্যোগ এবং জীবনবীমা ও ব্যাঙ্কের মত সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেসরকারীকরণের জন্য এই দেশগুলিকে বাধ্য করা হচ্ছে। শক্তি, পেট্রোলিয়াম, খনি, টেলিযোগাযোগ, অর্থ এবং ব্যাঙ্কের মতো মূল ক্ষেত্রগুলিতে বেসরকারীকরণ, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বল্গাহীন শোষণ এবং গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এই নয়া ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা সাম্রাজ্যবাদীদের অভ্যন্তরে বিরোধের সৃষ্টি করছে।... বাজারে আধিপত্য বিস্তারের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে প্রশমিত করতে ডব্লিউ টি ও ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে অধঃপতিত অতীতের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে নিজেদের কর্তৃত্বে আনার জন্য আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা চাইছে অর্থনৈতিক আধিপত্যের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করতে। আমেরিকাও এই ধরনের আর্থিক সুবিধা কব্জা করেছে, সাথে সাথে বাল্টিক দেশ, পূর্ব ইউরোপ, বলকান দেশ, ককেশাস এবং মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে আমেরিকা আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী এবং সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলেছে। পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে দখল করার অভিযানে আমেরিকা ও ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের 'যৌথ বিজয়ের' ভিত্তিও ছিল উভয়ের পারস্পরিক বোঝাপড়া, যার মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে দরকষাকষিও ছিল। কিন্তু প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রই মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে অপরের থেকে সে বেশি সুবিধা কব্জা করতে পারে। দুনিয়ার বাজার ও সম্পদকে নতুন করে ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যকার এই দ্বন্দ্বই প্রকট হয়েছে ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণকে কেন্দ্র করে আমেরিকা ও ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের মধ্যকার বিরোধের মধ্য দিয়ে।

দীর্ঘকাল মার্কিন অর্থনৈতিক আধিপত্যের অধীনে থাকা লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে জনগণের ক্রমবর্ধমান মার্কিনবিরোধী বিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি সেখানে ঢোকার চেষ্টা চালাচ্ছে। ইরান, ইরাক, লিবিয়া, রাশিয়া, ককেশাস অঞ্চল ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে, তেল ও গ্যাসের কারবারি ইউরোপের মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানিগুলো হয় প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে অথবা রাষ্ট্রীয় চুক্তির মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছে। অন্যদিকে, ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের কাছ থেকে আসা এই তীব্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাকে খর্ব করতে আমেরিকার হাতিয়ার হল তার নিজস্ব সামরিক শক্তির প্রাধান্য, যেটা প্রতিষ্ঠা করতেই আমেরিকা একতরফাভাবে ইরাকে আগ্রাসন চালাল।

মধ্য এশিয়ায় মার্কিন অনুপ্রবেশের ঘটনায় পুঁজিবাদী রাশিয়া ফুঁসছে, সে নিজস্ব প্রভাব আবার সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এজন্য চীন, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান ও অন্যান্য দেশের সাথে জোট বেঁধে, মধ্য এশিয়ার দেশগুলি থেকে সে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলি প্রত্যাহারের দাবি তোলাচ্ছে। বিশ্বের অন্য প্রান্তে জাপান আবার সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আধিপত্য কায়েম করতে চায়। প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে চীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং বিশ্বের অন্যতম একটা আর্থিক শক্তি হিসাবে মাথা তোলার জন্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় নিজস্ব আধিপত্য কায়েমের জন্য গা-ঝাড়া দিচ্ছে। তথাকথিত উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশগুলি, যেমন ভারত যা বহুকাল আগেই একেচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়েছে ও সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রও অর্জন করেছে, তারাও এখন বিশ্ববাজারে নিজস্ব ভাগ পেতে চায়।

সামগ্রিক বিচারে বর্তমান বিশ্বে একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে গভীর বিভাজন দেখা দিয়েছে ও তীব্র আর্থিক সংঘর্ষ চলছে; অন্যদিকে তেমনই সাম্রাজ্যবাদী শিবির ও উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়েছে। সিয়াটলে, কানকুনে, দোহায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আলোচনার বৈঠকগুলিতে কৃষি নিয়ে তীব্র মতপার্থক্যের মধ্য দিয়ে সে দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাচ্ছে। নিজেদের সংরক্ষিত বাজারকে রক্ষা করা ও বাড়াবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে বাণিজ্য যুদ্ধের প্রকৃত বিপদ সৃষ্টি করছে যা সামরিক সংঘর্ষে পরিণত হতে পারে। মার্কিন প্রশাসন তাদের নীতি হিসাবেই ঘোষণা করেছে যে, কোনও দেশ আমেরিকার স্বার্থ বিঘ্নিত করছে বা করতে পারে এমন মনে হলেই সে দেশে যে কোন সময়ে সামরিক শক্তি প্রয়োগের অধিকার আমেরিকার আছে। এই হুমকিকে কার্যে পরিণত করতে বিশ্বজনমত ও গণপ্রতিবাদকে উপেক্ষা করে আমেরিকা প্রথমে আফগানিস্তানে হামলা চালায়। তারপর আক্রমণ চালিয়ে ইরাককে দখল করে। এখন উত্তর কোরিয়া, কিউবা, ভেনেজুয়েলা, ইরান এবং সিরিয়াকে আমেরিকা হুমকি দিচ্ছে।

যদিও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতা দুইই থাকে — কিন্তু তাদের মধ্যে প্রকৃত অর্থে কোন ঐক্য থাকতে পারে না। কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধেই তারা একজোট হয়। কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব হল মৌলিক, যার শিকড় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত এবং এই দ্বন্দ্বের চরিত্র হল বিরোধাত্মক। এই জটিল সম্পর্কের মধ্যেই রয়েছে যুদ্ধের বীজ। সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের জন্ম দেয় — লেনিনের এই শিক্ষা বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে যেমন ছিল, আজও তেমনই সমান কার্যকরী। তৃতীয় তীব্র সঙ্কটের বর্তমান পর্যায়ে বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের সঙ্কট বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে ভয়ানক বিপদের পূর্বাভাস দিচ্ছে। এটাও লক্ষ্য করা দরকার যে, বর্তমানে ক্রমাগত সঙ্কুচিত বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারে সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলিই বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় ধনী ক্রেতা। বাজার-অর্থনীতিভিত্তিক পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সঙ্কুচিত বাজারে কৃত্রিম তেজীভাব সৃষ্টির জন্য অর্থনীতির সামরিকীকরণ আজ বনেদী সাম্রাজ্যবাদী এবং তথাকথিত উন্নয়নশীল সকল দেশেরই স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ফলস্বরূপ, আঞ্চলিক এবং আংশিক যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের আবশ্যিক প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং জঙ্গি শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলা এবং তাকে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সাথে সংযোজিত করা আজ জরুরি প্রয়োজন হিসাবে দেখা দিয়েছে।...

...আধুনিক পুঁজিবাদ যেন এক নতুন 'ত্রাণকর্তা', কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, তা সকলের জন্য শান্তি এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে ইত্যাদি প্রচারের বিপরীতে বাস্তব চিত্র হল ঃ পৃথিবীতে ৮১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে; ১০০ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল পায় না; ২৪০ কোটি মানুষের জন্য উপযুক্ত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নেই; ১০০ কোটি অর্থাৎ পৃথিবীর অর্ধেক শিশু দারিদ্র্য, যুদ্ধ এবং এইডস্ রোগের শিকার। বর্তমান বিশ্বে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, নিরাশ্রয় এবং কর্মহীন মানুষের সংখ্যা মানব ইতিহাসের যেকোন সময়ের থেকে অনেক বেশি। রাষ্ট্রসংঘের মানবসম্পদ রিপোর্টও এই তথ্য দিয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ সমগ্র মানবসমাজের প্রয়োজনে পুরোপুরি কাজে লাগানোর পরিবর্তে পুঁজিবাদ আজ সে পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সামনে পড়েই জনগণ উত্তরোত্তর উপলব্ধি করছে যে বিশ্বকে এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্ত করার একটি মাত্র পথই রয়েছে, তাহল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। বিশ্বায়ন ও উদারনীতির নামে সাম্রাজ্যবাদীরা যখন জোর কদমে লুঠতরাজ চালাচ্ছে, বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভও সে সময় ক্রমাগত বাড়ছে। জনগণ এই সত্য উপলব্ধি করছে যে, শোধনবাদ-সংস্কারবাদই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভিতর থেকে দুর্বল করে দিয়েছে এবং তাকে সংস্কৃতিগত, আদর্শগত, আর্থিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী আক্রমণের সামনে পরাজয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। খোদ রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য গণসংগ্রামের শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি নিয়ে বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মিছিল করছে। ডব্লিউ টি ও সম্মেলনস্থলগুলিতে অভূতপূর্ব গণপ্রতিবাদের উত্তাল তরঙ্গ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। আমেরিকায় যুদ্ধফেরত প্রবীণ সৈনিক সহ হাজার হাজার মানুষ মিছিল করছে, মুখে তাদের স্লোগান — 'যুদ্ধ বন্ধ কর, সৈন্যদের দেশে ফিরিয়ে আনো।' ...লাতিন আমেরিকায় মার্কিনবিরোধী সংগ্রাম ব্যাপকতর রূপে গড়ে উঠছে। সম্প্রতি 'ফ্রি ট্রেড এরিয়া এগ্রিমেন্ট' না করেই জর্জ বুশকে ফিরে যেতে হয়েছে। ইরাকে জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকে শক্তিশালী করা দূরের কথা, বরং আরও হতমান করেছে।

কিন্তু সঠিক নেতৃত্ব ও সঠিক রাজনৈতিক লাইন ছাড়া স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। সুতরাং সঠিক আদর্শের ভিত্তিতে বিপ্লবী নেতৃত্বে গণআন্দোলনগুলিকে সংহত করাটা বর্তমান সময়ের জরুরি প্রয়োজন। আজকে যারাই যুদ্ধের বিরুদ্ধে, তাদের অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করতে হবে। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের শোষণ অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির সংগ্রামের সাথে ঐ যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনকে সংযোজিত করতে হবে। প্রত্যেক দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে বুঝতে হবে যে, নিজ দেশের পুঁজিবাদকে খতম করার লড়াই না করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না।

ভারতে বিজেপি পরিচালিত এনডিএ ও কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ দুই সরকারই আমেরিকার ইরাক দখল ও ইরাকি জনগণের বর্বর হত্যা সম্পর্কে নীরব থেকে আমেরিকার সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়াবার নীতিই প্রকাশ্যে অনুসরণ করেছে ও করছে, আমেরিকার সাথে সামরিক জোট গড়ছে, যৌথ সামরিক মহড়ার আয়োজন করছে, দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতের নিজস্ব প্রভাবাধীন অঞ্চল তৈরির উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে চলছে। এরা বিদেশি পুঁজিকে ভারতের বুকে নানা সুযোগসুবিধা দিচ্ছে যাতে বিনিময়ে বিশ্ববাজারে ভারতীয় পুঁজি সুবিধা আদায় করতে সফল হয়। আমরা একথাও মনে করি যে, পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে ভারতীয় জনগণের যে আবেগ রয়েছে, তাকে ভারতের শাসকশ্রেণী নিজ শ্রেণীস্বার্থে কাজে লাগিয়ে বর্তমান পুঁজিবাদী রাশিয়া, যার নিজের আধিপত্যবাদী পরিকল্পনা রয়েছে, তার সঙ্গে নানা চুক্তি ও সমঝোতা করছে এবং তাকে ব্যবহার করে আমেরিকার সাথে ভারতের দর-কষাকষির ক্ষমতা বাড়াতে চাইছে।

সিপিএম নেতৃত্বে মেকি মার্কসবাদীরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গরম গরম কথা বলছে, কিন্তু সিপিএম শাসিত রাজ্যগুলিতে তারাই আবার পুঁজি বিনিয়োগের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যাচ্ছে। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন গড়ে তোলার পথকে তারা সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছে। উপরন্তু যেখানেই আন্দোলন গড়ে উঠছে, সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে তাকেই তারা দমন করছে। দেশের জনগণের প্রতি আমাদের আবেদন — পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের দালাল সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিন, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তুলুন, তৃণমূল স্তর থেকে জনগণের নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ গণসংগঠনগুলি গড়ে তুলুন।

আটের পাতায় দেখুন

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

যুদ্ধের বিপদ বাড়িয়ে দিচ্ছে

সাতের পাতার পর

আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য প্রতিটি দেশে ব্যাপকতম মানুষকে যুক্ত করে, ও কমিউনিস্টদের 'কোর' হিসাবে রেখে গণফ্রন্ট গড়ে তোলা ও সংহত করা দরকার। এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টগুলির মধ্য দিয়ে দেশে দেশে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার সময়ই, আদর্শগত সংগ্রাম ও মতবিনিময়ের দ্বারা আমাদের চিন্তা ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে অভিন্নতায় (uniformity) পৌঁছাতে হবে এবং সমাজতন্ত্রের দিকে পদক্ষেপ করতে হবে। আজ এই মঞ্চ থেকে আমরা বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক 'কো-অর্ডিনেশন' গড়ে তোলার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। সুদৃঢ় আদর্শগত ভিত্তির উপর, আন্তর্জাতিকভাবে সংযোজিত এই ধরনের আন্দোলনগুলিই একমাত্র, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের শিবিরে আজ যে বিশৃঙ্খল অবস্থা ও হতাশা দেখা দিয়েছে, তাকে দূর করতে পারে এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে আবার বিপ্লবী তেজে উদ্দীপ্ত করতে পারে।

নেপালে স্বৈরতন্ত্রের অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে নেপাল জনাধিকার সুরক্ষা সমিতি, ভারত-এর ডাকে কলকাতায় ১১ ডিসেম্বর গণমিছিল ও বিক্ষোভ সভায় আমন্ত্রিত অন্যান্য দলের সঙ্গে রাজনৈতিক দল হিসাবে এস ইউ সি আই এবং গণসংগঠন ডি এস ও, ডি ওয়াই ও এবং এম এস এস অংশগ্রহণ করে। সভার অন্যতম বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল।

মন্ত্রীরা ব্যস্ত, বিধানসভার অধিবেশন ডাকা যাবে না

যে সিপিএম সরকার জোর গলায় প্রচার করে যে, বিশ্বের সবচেয়ে উন্নতমানের গণতন্ত্র নাকি তাদের শাসনে এ রাজ্যে বিরাজ করছে, সেই সরকারই কিন্তু জনগণের দুর্দশার কথা যাতে বিধানসভায় না ওঠে — তার ব্যবস্থা হিসেবে গত ৪ মাস বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ রেখেছে। সংবাদে প্রকাশ, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে সরকারের জনস্বার্থবিরোধী অপকর্মগুলি নিয়ে বিরোধীদলের বিধায়করা প্রশ্ন তুলে বিব্রত করুন — সরকার তা চাইছে না। এমনই গণতন্ত্রী এরা! এমন করেই নাকি তারা গণতন্ত্র রক্ষা করছে!

গত ৫ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার রাজ্যপাল এবং বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে চিঠি পাঠিয়ে অবিলম্বে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন ডাকার আবেদন জানিয়েছেন, চিঠিতে তিনি লিখেছেন,

"২০০৫ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সর্বশেষ অধিবেশন শেষ হওয়ার পর প্রায় চারমাস অতিবাহিত হয়েছে। ইতিমধ্যে জনজীবনের সামনে বহু জ্বলন্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে যেগুলি জনস্বার্থে বিধানসভায় আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। সমস্যাগুলি হল ঃ বিরোধী দলগুলিকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে সরকারের স্বৈরাচারী পদক্ষেপের ফলে রাজ্যে গণতন্ত্র বিপন্ন, গণআন্দোলন দমনে সরকারি নিষ্ঠুরতা — যার জ্বলন্ত নজির গত ২৭ অক্টোবর সল্টলেকে কৃষিতে বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে কৃষকদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর পুলিশের নৃশংস আক্রমণ; শ্রম, কৃষি, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারের জনবিরোধী নীতি যা জনজীবনকে নজিরবিহীন দারিদ্র্য ও অনাহারের মুখে ঠেলে দিয়ে ঋণজালে ভারাক্রান্ত কর্মচ্যুত শ্রমিক ও কৃষকদের আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিচ্ছে, প্রধান শাসক দলের পেছনে সরকারি মদতের ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ইত্যাদি।

উল্লিখিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন আহ্বান করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।"

জানা গেছে, অধ্যক্ষ এই চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিলেও মুখ্যমন্ত্রী শীতকালীন অধিবেশন ডাকা হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। জনপ্রতিনিধিদের মুখে জনগণের দুরবস্থা শোনার মত সময় তাঁর নেই। ভীষণ ব্যস্ত তিনি। সালেম গোষ্ঠী সহ নানা পুঁজিপতি ও তাদের সংস্থাগুলোর সঙ্গে পাঁচতারা-সাততারা হোটেলে মিটিং ও খানাপিনার থেকে আর কী জরুরি বিষয় থাকতে পারে যে তিনি সেসব নিয়ে ভাববেন !

অবিলম্বে বাঁশবেড়িয়া জুটমিলে বর্ধিত ডিএ দেওয়ার দাবি জানাল ইউ টি ইউ সি-এল এস

শ্রমিকদের বারবার আবেদন সত্ত্বেও বাঁশবেড়িয়া জুট মিল কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত বেআইনিভাবে ২০০৫ সালের নভেম্বর মাস থেকে শ্রমিকদের প্রাপ্য বর্ধিত ডিএ দিতে অস্বীকার করে ৬ ডিসেম্বর থেকে উৎপাদন বন্ধের দিকে শ্রমিকদের ঠেলে দেয়। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদক ও বেঙ্গল জুটমিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ৮ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে অবিলম্বে বর্ধিত ডিএ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। এদিন সংগঠনের হুগলি জেলা যুগ্ম সম্পাদক কমরেডস্ কাশীনাথ বসাক ও মিলন রক্ষিতের নেতৃত্বে বাঁশবেড়িয়া জুট মিলের শ্রমিকরা জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে বর্ধিত ডিএ মিটিয়ে মিলটি অবিলম্বে চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

ঝাড়খণ্ডে মহান নভেম্বর বিপ্লব দিবস উদ্‌যাপিত

ঝাড়খণ্ডে মহান নভেম্বর বিপ্লব দিবস উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ৭ থেকে ১৭ নভেম্বর সমস্ত জেলায় ১০ দিন ব্যাপী সভা, সমাবেশ, ব্যাজ পরিধান প্রভৃতি কর্মসূচি পালিত হয়। গত ১৭ নভেম্বর ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে বিধানসভা হলে এক মহতী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড হেম চক্রবর্তী এবং প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কমরেড দীপঙ্কর রায়। দীর্ঘ ভাষণে তিনি নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষাগুলিকে একে একে তুলে ধরে দেখান যে, শুধু বিপ্লবের আকুতি থাকলেই বিপ্লব হয় না, বিপ্লবের জন্য চাই সঠিক বিপ্লবী দল, সঠিক রণনীতি, সঠিক নেতৃত্ব এবং স্তরে স্তরে গণকমিটি। তিনি ভারত ও বিশেষ করে ঝাড়খণ্ডের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে দেখান যে, উন্নয়নের নামে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মুষ্টিমেয় ধনীদের লুণ্ঠনের ও শোষণের আরও অবাধ সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যেভাবে গরিব মানুষদের ঘরবাড়ি, জমি-জমা থেকে উচ্ছেদ করছে তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে এ উন্নয়ন কাদের স্বার্থে?

আবার পুঁজিবাদী ও জাতিগত শোষণের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত গণবিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে যেভাবে কিছু নকশালপন্থী হঠকারী পথ অবলম্বন করছেন, এবং মনে করছেন এটাই বিপ্লব, কমরেড রায় তারও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, এতে শেষপর্যন্ত সত্যিকারের বিপ্লবী আন্দোলনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বর্তমান স্তরে জনগণের নানা ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের উপরও নৃশংস দমনপীড়ন চালাবার অজুহাত পেয়ে যাবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোকেও কেড়ে নেওয়া হবে, যা ব্যাপক জনগণের ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার পথে বাধা সৃষ্টি করে বিপ্লবী আন্দোলনে উত্তরণের সম্ভাবনাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ফলে তিনি যথার্থ মার্কসবাদী পথকে চিনে নিয়ে তার ভিত্তিতে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভা শেষ হয় আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে।

জলপাইগুড়ি

ডিএম অফিস অভিযান সফল করার আহ্বান যুব সম্মেলন থেকে

৩ ডিসেম্বর এ আই ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে জলপাইগুড়ি সদর দক্ষিণ আঞ্চলিক যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কনপাকড়ি হাইস্কুলে। সমস্ত বেকারের কাজের দাবিতে এবং মদ-জুয়া-অনলাইন লটারির প্রতিবাদে সম্মেলনে ১৬০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। যুব জীবনের সমস্যা ও প্রতিকারের আন্দোলন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি কমরেড জীবন সরকার, সম্পাদক কমরেড বিজয় লোধ এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বহ্নিশিখা ভদ্র। প্রধানবক্তা এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দেবাশীষ সাহা বলেন, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় যুবজীবনের সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তিনি এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের সংগ্রামে যুবকদের সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। কমরেড নূর আলমকে সভাপতি ও কমরেড রঞ্জিত রায়কে সম্পাদক করে ৩২ জনের কমিটি গঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড সফিজুল ইসলাম। ২৭ নভেম্বর খড়িয়া আঞ্চলিক যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিবেকানন্দপল্লী ধর্মদেব জুনিয়ার হাইস্কুলে। দাবি সম্বলিত মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড গৌরাঙ্গ বারই, সভা পরিচালনা করেন কমরেড মেঘলাল বিশ্বাস। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড জীবন সরকার এবং এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গৌতম ঘোষ। কমরেড গোপাল সরকারকে সভাপতি এবং কমরেড নির্মল বিশ্বাসকে সম্পাদক করে ১৯ জনের যুব কমিটি গঠিত হয়। যুবকদের চাকরি, উত্তরবঙ্গে শিল্পস্থাপন, বন্ধ চা-বাগান সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করে চালু করা প্রভৃতি দাবিতে ব্যাপক স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে নেমেছে এ আই ডি ওয়াই ও জেলা কমিটি। আগামী ২৭ ডিসেম্বর ডি এম অফিস অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in